চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৮ জ্যৈষ্ঠ – ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ঃ ১ জুন – ৭ জুন, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 31, 1 June - 7 June, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভোটের মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই অস্ত্র

কারবারিকে গ্রেফতার করল এসটিএফ। একজনকে ধরা হল বনগাঁর ভাতামারি থেকে। অন্যজন ধরা পড়ে আসানসোলের কালাপাহাড়িতে। দুজনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে একাধিক পিস্তল, পাইপগান ও কার্তুজ।

রবিবার : হিংসা ও রক্তপাত বাংলার ভোটের নিত্যসঙ্গী। কয়েক

দফা শান্তিতে কাটলেও ষষ্ঠ দফায় রক্ত ঝরালো নন্দীগ্রাম। মৃত্যু হল এক মায়ের। রাজনীতির কোপে পুত্র চলে গেল ভেন্টিলেশনে।

সোমবার : আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস সত্যি করে পশ্চিমবঙ্গ ও

বাংলাদেশের সুন্দরবন উপকূলে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় রেমাল। গোসবা ও হিঙ্গলগঞ্জে কিছু বাঁধের ক্ষতি হলেও ব্যাপক বৃষ্টি বৃষ্টি ছাড়া তেমন ক্ষতি হয়নি বাংলায়।

মঙ্গলবার : কলকাতা ও বসিরহাটে সন্দেশখালি খ্যাত

শাজাহানের বিরুদ্ধে জোড়া চার্জশিট পেশ করল ইডি সিবিআই। শাহজাহান ছাড়াও চার্জশিটে নাম রয়েছে ভাই আলমগীর ও দুই সাগরেদের।

বুধবার : অনেক চেষ্টা করেও কলকাতায় নৃশংসভাবে হত্যা

হওয়া বাংলাদেশের সাংসদের দেহ্যাংশ খুঁজে না পাওয়ার পর নিউ টাউনের এক আবাসনের পাইপ ও সেপটিক ট্যাংকের মধ্যে পাওয়া যায় কিছু দেহ্যাংশ। সেটা সাংসদের কিনা পরীক্ষা করছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার : শেষ দফা ভোটের আগে কোনো

রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছাড়াই সিএএ আইনে নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ শুরু হল পশ্চিমবঙ্গে। ফলে এর প্রভাব পড়তে পারে মতুয়া প্রভাবিত বুথে।

শুক্রবার : দেশের রাজধানী দিল্লিতে রেকর্ড ছাড়ালো গরম।

পারদ উঠল ৫২ ডিগ্রির উপরে। পুরো উত্তর ভারতে চলছে দাবদাহ। এদিকে নাকি বর্ষা ঢুকতে চলেছে কেরলে। দুই বিপরীত ধর্মী আবহাওয়ায় জেরবার ভারত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

আগামী ৪ জুন নির্বাচনী ফল বলে দেবে

ভারতে দুর্নীতির ভবিষ্যৎ কী

ওঙ্কার মিত্র

দাঙ্গা, ধর্মের নামে দেশ ভাগে খণ্ডিত ভারতে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে স্বাধীনতা নামক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশীয় শাসকের দল বুঝেছিল দীর্ঘ ইংরেজ শাসনে প্রশাসনের শিরা উপশিরায় যে দুর্নীতির বিষ ছড়িয়ে পড়েছে তা দূর করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পন্ডিত নেহেরু দুর্নীতিবাজদের ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে পেটানোর মৌখিক নিদান দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছেন, কাজে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়নি। ফলে প্রশাসনিক দুর্নীতির মাত্রা ব্যক্তিগত কুকীর্তি ছাড়িয়ে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে স্বাধীন ভারতে। কথায় আছে রাজার আচরণ প্রজায় বর্তায়।

ঠিক সেইভাবে সরকারি শাসকের দুর্নীতি উৎসাহ জুগিয়েছে প্রজা বা আপামর জনগণকেও। তাল মিলিয়ে তারাও রোজকার জীবনে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছে

> স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র ১০ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ইডি-র, ১৭ বছরের মধ্যে সিবিআই-এর। এর সঙ্গে রয়েছে ভিজিলেন্স, ইন্টেলিজেন্স, আয়কর। তাও রোধ করা যায়নি দুর্নীতির স্রোত।

দুর্নীতিতে। আর এই দুর্নীতি যখন সমান্তরাল অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে ও সামাজিক অপরাধে পরিণত হয়েছে তখন বাধ্য হয়ে রাজনীতিকে এর বিরুদ্ধে নামতে হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র ১০ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ইডি-র, ১৭ বছরের মধ্যে সিবিআই-এর। এর সঙ্গে রয়েছে ভিজিলেন্স, ইন্টেলিজেন্স, আয়কর। তাও রোধ করা যায়নি দুর্নীতির স্রোত। এসেছে ফেমা, পিএমএলএ আইন। তাকেও বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ২০০৪ থেকে ২০১৪-র কংগ্রেস আমল যখন নেতা মন্ত্রীদের দুর্নীতিতে জেরবার তখন পাশ করা হয়েছে দেশের জন্য লোকপাল ও রাজ্যের জন্য লোকায়ুক্ত আইন। অবশ্য ২০১৯ সালে এই আইন কার্যকরী হলেও তা যে মোটেই কোনো কাজে আসেনি তা ২০১৪-র পর বাংলাকে দেখলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। নেতা, মন্ত্রী, আমলারা এ রাজ্যে যেভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন তার হদিশ পেতে ইডি-সিবিআইকে হিমশিম খেতে হচ্ছে, লোকায়ুক্ত তো তার কাছে শিশু। শুধু এ রাজ্যে নয় অন্যান্য রাজ্যও নিজেদের নানা রকমের দুর্নীতির কারিগরে পরিণত করেছে। মোদ্দা কথা ক্ষমতা ও দুর্নীতি সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।তাই প্রত্যাশিত ভাবেই আন্তর্জাতিক দুর্নীতি সূচকে কিছুতেই আর ভারতের উন্নতি ঘটছে না।

সময় পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনের পথ ধরেই ২০১৪ সালে দুর্নীতিতে মাখামাখি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএকে সরিয়ে ক্ষমতায় এল বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ।

এরপর পাঁচের পাতায়

সব থেকে টাফ ম্যাচ, এবার আরও আগ্রেসিভ হতে হবে

শক্তি ধর : প্রত্যাশা মত মাঝ মাঠ দখল রাখায় শেষ রক্ষা হয়েছে ষষ্ঠ দফায়। যদিও এড়ানো যায়নি বেশ কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনা। তাই আরও আগ্রেসিভ হতে হবে সপ্তম দফায়। কারণ এই শেষ দফায় রয়েছে কুখ্যাত সন্দেশখালি ও ডায়মন্ড হারবার যেখানে বাতাসে ভেসে বেড়ায় সন্ত্রাসের হাড়হিম করা অভিযোগ। শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কিউআরটির সংখ্যা বাড়ালে হবে না, তাদের যথাযথ কাজে লাগানোটাই ম্যাচ জেতার গোপন রহস্য। অবশ্য অভিযোগ পেয়ে মাঠে নেমে পড়েছে কমিশন। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কাকদ্বীপ পুলিশ জেলার এসপি, মিনাখাঁর এসডিপিও এবং আইসিকে।

আসলে ম্যাচ এবার রাজ্যের শাসক দলের গড়ে। গতবারে এই দফার ৯টি আসনের মধ্যে একমাত্র দমদম ছাড়া ৮ টিতেই বড় ব্যবধানে বিজেপিকে হারিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বসিরহাট, জয়নগর ও ডায়মন্ড হারবারে ব্যবধান ছিল তিন লাখের উপরে। যাদবপুর ও মথুরাপুরে ছিল দুলাখের বেশি। আর এক লাখের বেশি ছিল বারাসাত, কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণে। একমাত্র দমদমে ব্যবধান ছিল ৫৩ হাজার।

২০১৯ এর ভোটপ্রাপ্তি

কেন্দ্র	কংগ্রেস	বাম	বিজেপি	তৃণমূল
দমদম	২৯০৯৭	১৬৭৫৯০	৪৫৯০৬০	৫১২০৬২
বারাসত	৩৭২৭৭	১২০৪৬৮	৫৩৮২৭৫	৬৪৮৪৪৪
বসিরহাট	১০৪১৮৩	৬৮৩১৬	৪৩১৭০৯	৭৮২০৭৮
জয়নগর	১৮৭৫৮	৬৭৯১৩	৪৪৪৪২৭	৭৬১২০২
মথুরাপুর	৩২৩২৪	৯২৪১৭	৫২২৫৮৪	৭২৬৮২৮
ডায়মন্ড হারবার	১৯৮২৮	৯৩৯৪১	৪৭০৫৩৩	৭৯১১২৭
কলকাতা উত্তর	২৬০৯৩	৭১০৮০	৩৪৭৭৯৬	৪৭৪৮৯১
কলকাতা দক্ষিণ	৪২৬১৮	১৪০২৭৫	৪১৭৯২৭	৫৭৩১১৯
যাদবপুর	~	৩০২২৬৪	৩৯৩২৩৩	৬৮৮৪৭২

এবার কিন্তু সন্দেশখালি সারা রাজ্য ও দেশের পাশাপাশি অনেকটা ছায়া ফেলেছে দুই ২৪ পরগনায়। কলকাতা উত্তরে তৃণমূল থেকে দলবদল করে বিজেপির প্রার্থী হয়ে একতরফা ভোটে থাবা বসানোর সম্ভাবনা তৈরি করেছেন। আর দুই সম্ভাবনাময় কেন্দ্র দমদম এবং কলকাতা উত্তরের সম্ভাবনা উস্কে দিতে দুই প্রার্থীকে নিয়ে রোড শো করেছেন নরেন্দ্র মোদী। প্রায় সব কেন্দ্রে শাসক বিরোধী হাওয়া একতরফা ম্যাচ বেশ কিছুটা টাফ করে দিয়েছে। ফলে কঠিন পরীক্ষা কমিশনের। স্ট্রাটেজি ছকে তৈরি থাকতে হবে আগেভাগে।

অষ্টাদশ লোকসভা সাধারণ নির্বাচনের সপ্তম তথা শেষ দফায় আগামী ১ জুন শনিবার এ রাজ্যের যে ৯ টি সংসদীয় লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন আছে, সেই কেন্দ্র গুলি হল : দমদম(১৬), বারাসত(১৭), বসিরহাট(১৮), জয়নগর(১৯), মথুরাপুর(২০), ডায়মন্ড হারবার(২১), যাদবপুর(২২), কলকাতা দক্ষিণ(২৩) ও কলকাতা উত্তর(২৪)। মোট এই ৯ টি লোকসভা কেন্দ্রে ২৩ জন মহিলা প্রার্থীসহ মোট প্রার্থী রয়েছেন ১২৪ জন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দমদম সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৪ জন। এতে মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ২ জন। এই জেলার বারাসত কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১২ জন। এখানে মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ৩ জন। এবং বসিরহাট কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৫ জন। এখানে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ২ জন। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। এই জেলার জয়নগর সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১১ জন। এখানে মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ২ জন। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১২ জন। এতে কোনও মহিলা প্রার্থী নেই। এই জেলার ডায়মন্ড হারবার সংসদীয় লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১২ জন। এখানেও মহিলা প্রার্থী নেই। এবং কলকাতা পৌরসংস্থার একাংশ নিয়ে এ জেলার যাদবপুর লোকসভা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছে ১৬ জন। এতে মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ৪ জন। এবার আসি কলকাতা জেলা মহানগরে। কলকাতা দক্ষিণ সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৭ জন। এতে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৭ জন। এবং কলকাতা উত্তর সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৫ জন। এতে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৩ জন।

প্রার্থী পাঁচালি

বরুণ মণ্ডলের সংযোজন: সপ্তম তথা শেষ দফায় লোকসভা নির্বাচন যে ১২৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন তারমধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদশালী দুই প্রার্থীর মধ্যে রয়েছেন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি'র প্রার্থী ব্যবসায়ী অশোক কাণ্ডারি। জমা করা হলফনামা থেকে দেখা যাচ্ছে তাঁর মোট সম্পদ ২০,০১,৫২,৩৩৬ টাকা। এবং কলকাতা উত্তর সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হলফনামা থেকে দেখা যাচ্ছে তাঁর মোট সম্পদ ৮,৪৮,১২,৯০৭ জন।

এই দফায় প্রতিদ্বন্দ্বী ১২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪১ জন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে জমা করা হলফনামায় ঘোষণা করেছেন বাজারে থাকা উচ্চ ধারদেনা নিয়ে তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে উচ্চ ধারদেনা থাকা দু'জন হলেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার। বাজারে তার ধারদেনা রয়েছে ১,২২,৫৩,৩৬৮ টাকা। আর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী চলচ্চিত্রে অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। বাজারে তাঁর ধারদেনা রয়েছে ৫৯ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭১৬ টাকা।

এ রাজ্যের সপ্তম দফার লোকসভা নির্বাচনে যে ১২৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন, তাদের মধ্যে ৭ জন সাংসদ পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা হলেন দমদম সংসদীয় লোকসভা কেন্দ্রের এবারেরও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান বরিষ্ঠ সাংসদ প্রাক্তন অধ্যাপক সৌগত রায়(বয়স : ৭৬ বছর। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ শতাংশ (+ ৮৭,১১,২৩৬ টাকা)। এই জেলার বারাসত লোকসভার কেন্দ্রের এবারেরও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান বরিষ্ঠা সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদার(বয়স : ৬৫ বছর)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৭ শতাংশ (+ ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৩৩ টাকা)। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর সংসদীয় লোকসভা কেন্দ্রের এবারেরও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল(বয়স : ৫৮ বয়স)।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেঁচে গেল ঘোড়ামারা দ্বীপ

উন্নয়নের কাছে পরাস্ত রেমাল

কুণাল মালিক

রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে কাঁপছিল সাগর ব্লকের একটি বিচ্ছিন্ন ঘোড়ামারা দ্বীপ। জনসংখ্যা কমতে কমতে ৪৭০০ জনে থেকেছে। আমফান, ফণী, ইয়াস সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই দ্বীপটির ব্যাপক ক্ষতি করেছে। অনেকে দ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলেও গেছে। কিন্তু যে ক'জন মানুষ আছেন, তাঁরা রীতিমতো প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছেন। তবে এই ঘোড়ামারা দ্বীপে সাগর ব্লক প্রশাসন উন্নয়নের সঙ্গে কোনও রেয়াত করেনি। নদী বাঁধ মেরামতের পাশাপাশি এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার করা হয়েছে। খাসিমারা বুনিয়াদি প্রাথমিক

বিদ্যালয় নদীগর্ভে তলিয়ে গেলেও পরবর্তীকালে আবার বিদ্যালয়টি গড়ে তোলা হয়। ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জীব সাগর জানান, আমাদের এই দ্বীপে রেমালের তীব্রতা ছিল ঘণ্টায় ১৩৫ কিলোমিটার। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই দ্বীপে এতটুকু প্রভাব ফেলতে পারেনি ঘূর্ণিঝড়। আমরা আশঙ্কা করেছিলাম প্রবল জলোচ্ছ্বাসের, সেটাও এখানে

এরপর পাঁচের পাতায়

পাচারের মুখে উদ্ধার বাজপাখির ছয় শাবক

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : মঙ্গলবার ভোরে বর্ধমান স্টেশন থেকে ভিনরাজ্যে পাচারের আগেই উদ্ধার হল বাজপাখির ৬ শাবক। এদিন আরপিএফের তৎপরতায় উদ্ধার হওয়া পক্ষীশাবকগুলিকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ১ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরপিএফ এবং বর্ধমান বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের হটুদেওয়ান এলাকা থেকে এক ব্যক্তি ওই পক্ষীশাবকগুলি অত্যন্ত চুপিসারে সর্বপ্রথম বর্ধমান স্টেশনে নিয়ে আসে। কিন্তু সেখান থেকে ট্রেনে করে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গোমোতে পাচারের আগেই টহলরত আরপিএফের হাতে বাজপাখির শাবক সহ ওই ব্যক্তি ধরা পড়ে।

আগেও একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় পাচারের উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া বিলুপ্ত শ্রেণীর কচ্ছপ, পাখি, বন্যপ্রাণী প্রভৃতি প্রায়শঃই বর্ধমান স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বর্ধমানকে এধরণের পাচারকার্যে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

বেআইনি নির্মাণ ভেঙে মৃত ২, গুরুতর জখম ৪

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : বেআইনি নির্মাণ ভেঙে মৃত্যু হল দুই পথচারীর।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং-বারুইপুর রোডের পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন এলাকায়। মৃতদের নাম রামকৃষ্ণ সাঁপুই(৪১) ও জীবন শিকদার(৫৫)। মৃতদের বাড়ি নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের কোড়াকাঠি ও মাতলা ২ পঞ্চায়েতের থুমকাঠি এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এছাড়াও ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন দুর্যোধন পানিগ্রাহী,মিঠু পুরকাইত,রবীন কুন্ডু,ইসমাতারা গাজী'রা। উল্লেখ্য ক্যানিং শহরজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় চলছে বেআইনি নির্মাণের কাজ। পিডব্লিউডি রাস্তার কাজ করছে। আর সেই রাস্তার কাজ চলাকালীন অবস্থায় বেআইনি নির্মাণ বেড়েছে রাস্তার পার্শ্ববর্তী জায়গাতে। সেই জায়গার উপরে গজিয়ে উঠছে একের পর এক দোকান, বাড়ি। তার জন্য কাটা হয়েছে বহু গাছও। বুধবার সকালে বেআইনি নির্মাণ করার সময় ভেঙে পড়ে এক দোকান। আর তাতে করে জখম হয় ৬ জন। ক্যানিং থানার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে হাজির হয়। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার

এরপর পাঁচের পাতায়

হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অরাজকতা চলছে : অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী, ঠাকুরনগর : উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে অবস্থিত হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে চরম অরাজকতা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই অভিযোগ খোদ পি আর ঠাকুর সরকারি কলেজের অফিসার ইন চার্জ স্বপন সরকারের বিরুদ্ধে। যিনি উপাচার্যের ঘর দখল করে নিজেকে উপাচার্য ভেবে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। ওই কলেজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘর ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন না হওয়ায় ওই কলেজেই উপাচার্যের জন্য পৃথক একটি ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘর থেকে উপাচার্যের বোর্ডও তিনি সরিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

প্রায় এক বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি উপাচার্য বিহীন হয়ে রয়েছে। গত ডিসেম্বরের ৮ তারিখে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে সাময়িক ভাবে পি আর ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজের অফিসার ইনচার্জকে কন্ট্রোলার এবং ওই কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের শিক্ষিকা আনন্দী বাগচীকে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেয়। ফিন্যান্স

অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয় ওই কলেজের অপর এক শিক্ষককে। যদিও তিনি পরবর্তীকালে ওই পদ থেকে ইস্তফা দেন। পরে অন্য আরেকজন তার পরিবর্তে দায়িত্ব নেন। স্বপনবাবুকে কন্ট্রোলারের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকেই থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবনতির শুরু হয় বলে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার অগ্রগতি থেমে যাচ্ছে দারিদ্রতার প্রশ্রয়ে

এগিয়ে বাংলা / ৪

ভোটের আবহে বাংলা নিয়ে পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রচারের অন্ত নেই। গলা ফাটাচ্ছেন শাসক থেকে বিরোধী নেতারা। সত্যিই কি বাংলা এগিয়ে চলেছে। খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

অপরদিকে, এর ১৩ বছর বাদে ২০২৩-২৪ সালের বাজেট ডকুমেন্ট থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের ঋণের বোঝা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত ১৩ বছরে প্রায় চার লক্ষ কোটি টাকা (৩.৮৮ লক্ষ কোটি) ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এরাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় দশ কোটি। তাহলে বর্তমানে

এ রাজ্যের প্রতিটি শিশু প্রায় ৫৮,৬০০ টাকা (৬.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা ভাগ ১০ কোটি জনগণ) ঋণ নিয়ে জমাচ্ছে। এভাবেই তারা বেড়ে উঠছে, আবার এই ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই মানুষ মারা যাচ্ছে। একবার ভেবে দেখুন তো এরাজ্যের কোন মানুষ প্রচলিত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী প্রকল্প, স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজসাথী প্রকল্প ইত্যাদি সব প্রকল্প মিলিয়ে ওই ৫৮,৬০০ টাকা পেয়েছেন নাকি? তাহলে সরকারি ক্ষমতা দখল করে 'এগিয়ে বাংলা' শ্লোগান তুলে ধার করে অর্থ নিয়ে এসে সেটা রাজ্যের মানুষের মাথার উপর ঋণ হিসাবে চাপিয়ে দিয়ে কি সত্যি সত্যি বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? অবশেষে বলব ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের শেষদিকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতে বলা হয়েছিল আগামী ২০০ দিনের মধ্যে 'পক্ষপাতহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা হবে (পৃ ৪৩)। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের বা প্রতিশ্রুতির ১৩ বছর পর গত ৭ মে সুপ্রিমকোর্টে ঝুলে রইল ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার ভবিষ্যত, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৮,৮৬১ জন অর্থ ঘুষ দিয়ে বেআইনীভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানরত অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। এই সমস্ত অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা কি পারবেন প্রকৃত অর্থে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, বাংলাকে সঠিক পথ দেখাতে? এটাই এখন বাংলার মানুষের কাছে লাখ টাকার প্রশ্ন।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সাক্ষাৎকার ৪-এর পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

স্বস্তির বৃষ্টিতে খুশি এলাকাবাসী

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : বেশ কিছুদিন পর স্বস্তির পরিবেশ, রবিবার মধ্যরাতে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে গোটা শিলিগুড়িতে। সেই কারণে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটাই নিচে নামল। এদিন সকাল থেকেই ছিল আকাশ মেঘলা সঙ্গে হালকা হাওয়া। গত কিছুদিন ধরে তাপমাত্রা পারদ ক্রমশই বাড়ছিল শিলিগুড়িতে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যায়। গরমের কারণে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল শিলিগুড়ির জীবনযাত্রা। তবে রবিবার মধ্যরাতে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটাই নিচে নামে। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। তাপমাত্রা কমার কারণে স্বস্তি মিলেছে শহরবাসীর। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির এক বাসিন্দা জানান, অবশেষে স্বস্তি মিলেছে, বিগত কিছুদিন ধরে ব্যাপক গরমের কারণে অস্বস্তি বাড়ছিল। কিন্তু রবিবার মধ্যরাতে বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। স্বস্তি ফিরেছে শহরে। রবিবার মধ্যরাতে বৃষ্টির কারণে বেড়েছে মহানন্দা নদীর জল।

শিলিগুড়ির ফলের বাজারে মালদার ল্যাংড়া আম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বৈশাখ–জৈষ্ঠ মাস মানে আম লিচুর সময়। ফলের রাজা আম। সাধারণত এই সময় যে সমস্ত ফলগুলির সব থেকে চাহিদা বেশি থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আম ও লিচু। বাজারে গেলেই আম ও লিচুর প্রতি আকর্ষিত হন ক্রেতারা। আমের শরবত, আমের আচার, সহ বিভিন্ন পদ রান্না করা হয় আম দিয়ে। প্রতিবছরের মতো এই বছরেও শিলিগুড়ির ফলের বাজার গুলিতে আম লিচুর পসার নিয়ে বসেছেন ফলের ব্যবসায়ীরা। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের ফলের বাজারে দেখা গেল বিভিন্ন

ধরনের আম। সেখানে দেখা মিলল মালদার লেংড়া আম। এছাড়া নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকেও এসেছে আম। এছাড়া রয়েছে লিচু। দাম কত কি বললেন ব্যবসায়ীরা? আমের দাম কেজি প্রতি ৭০ টাকা থেকে শুরু, লিচুর দাম কেজি প্রতি প্রায় ১০০ টাকা। বাজারে মোটামুটি বিক্রি রয়েছে। তবে ব্যবসায়ীরা আশা রাখছেন সামনেই রয়েছে জামাইষষ্ঠী সেই উপলক্ষে আম লিচু সহ বিভিন্ন ফলের চাহিদা আরও বাড়বে। এক ক্রেতা বললেন, বাজারে আম ও লিচু দেখা মিললেও দাম অত্যধিক হওয়ায় তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এদিকে সামনেই জামাই ষষ্ঠী। তাই এখন অন্যান্য ফলের সঙ্গে এই ফলের দামও আকাশ ছোঁয়া।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ জুন – ৭ জুন, ২০২৪

মেষ রাশি : পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ব্যবসা ক্ষেত্রে দুরে যাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে বদলির সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। স্বামী–স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধান। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সরকারী কর্নীদের কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। অযাচিত কোনো মামলায় জড়িয়েপড়তে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ভগবান নরসিংহের পুজো করুন।

বৃষরাশি: পারিবারিক আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মামলার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের আচরনে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের বিরাগ ভাজনের সম্ভাবনা। কর্মস্থলে প্রতিকূলতার সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে কর্মোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতি মন্ত্র পড়ুন।

মিথুনরাশি: আয়–ব্যয়ের সমতা রাখা সম্ভব নয়। আইনজ্ঞ ও বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সাফল্য। গুরুজনের স্বাস্থের উন্নতি। সন্তানের কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। বিষয়–আশয় নিয়ে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণুমন্ত্র নাম পাঠ করুন।

কর্কটরাশি: ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। ঋনমুক্ত হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত পরিশ্রমের সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে আশানুরুপ সাফল্যে বিলম্ব। বিবাহের কথা হয়ে ভেঙে যেতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৪বার 'ওম বায়ুপুত্রায় নমঃ' মন্ত্রটি জপ করুন।

সিংহরাশি: আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সাংসারিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্যে মনমালিন্য বৃদ্ধি। অযাচিত কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি জেনেও, তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরনে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্য বিলম্ব।

প্রতিকার : সূর্যদেবকে দিয়ে অর্ঘ্য দিন।

কন্যারাশি: বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। সমাজকল্যাণ মূলক কর্মে অগ্রগতি। পরোপকারের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। সাংসারিক সমস্যা সমাধানে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্ম পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রত্যহ ১৪ বার 'ওম বুধায় নমঃ' পাঠ করুন।

তুলারাশি: স্বজনের ষড়জন্ত্রের শিকার হতে পারেন। দাম্পত্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি হলেও বন্ধু কতৃক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা। পারিবারের সকলের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় প্রতিকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করে অগ্রগতির সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা কর্মোন্নতিতে বাধা। আথিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩বার 'ওম শুক্রায় নমঃ' মন্ত্রটি জপ করুন।

বৃশ্চিকরাশি: সন্তানের কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সর্তকতার সঙ্গে কাজকর্ম করা প্রয়োজন, নতুন বিভ্রান্তি হতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি হলেও সন্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। তীর্থে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪০ বার 'ওম রাহে নমঃ' মন্ত্রটি জপ করুন।

ধনুরাশি: ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি বৃদ্ধি। বিষয়–আশয় নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কোনো কর্মের দায়–দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হতে পারেন। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। শত্রু থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। ব্যবসা বিনিয়োগে সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকম পাঠ করুন।

মকররাশি: ভাই–বোনের সঙ্গে বৈষয়িক সমস্যা সমাধানের উপায় হতে পারে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অবসন্নতা বৃদ্ধি। সন্তানের কর্মোন্নতিতে পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ বৃদ্ধি। গুপ্তশত্রু বৃদ্ধি। ঋনশোধের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যের ইঙ্গিত।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৪ বার 'ওম মান্দায় নমঃ' জপ করুন।

কুম্ভরাশি: শারীরিক কারণে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি। ভ্রমন অপাতত এড়িয়ে চলুন। সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধির দরুন অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি চিন্তার কারণ হতে পারে। পৈতৃক ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা।কর্মোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : শনিদেবকে ও মার্গ শনিবার পুজো করুন।

মীনরাশি: অন্যমনস্কাতার দরুন কাজকর্মে ভুলভ্রান্তি হতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। অর্জিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় চিন্তার কারণ হতে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মনকে অন্নদান করুন।

কাজের খবর

বি.এস.এফএ ১৪১ নার্স, টেকনিশিয়ান ও কনস্টেবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সাব–ইন্সপেক্টর (স্টাফ নার্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর (ল্যাব টেকনিশিয়ান), অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর (ডেন্টাল টেকনিশিয়ান), জুনিয়র এক্স–রে অ্যাসিস্ট্যান্ট (হেড কনস্টেবল), কনস্টেবল (টেবিল বয়), কনস্টেবল (ওয়ার্ড বয়/ওয়ার্ড গার্ল /আয়া), হেড কনস্টেবল (ভেটেরিনারি) ও কনস্টেবল (কেয়েলম্যান) পদে ১৪১ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: সাব ইন্সপেক্টর (স্টাফ নার্স): যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ মোরেলমেয়েরা জেনারেল নার্সিংয়ের ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। কেন্দ্রীয় বা, রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নার্স হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। টিউবারকুসিস ক্ষেত্রে, হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সিস্টার টিউটর, পাব্লিক হেলথ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৩৫,৪০০–১,১২৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৪টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর (ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান): সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৯,২০০–৯২৩০০ টাকা। শূন্যপদ ৩৮টি (জেনাঃ ১২. ই.ডব্লু.এস. ৪, ও.বি.সি. ১২, তঃউঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৪)। কনস্টেবল (কেরেলম্যান): মাধ্যমিক পাশরা পশু সংক্রান্ত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ)। কনস্টেবল (স্টোরকীপার/অটো ইলেক্ট্রিশিয়ান / ভেহিক্যাল মেকানিক / ফিটার/ কার্পেন্টার /আপহোলস্টার/ টার্নার / অপারেটর টায়ার রিপেয়ার প্লান্ট / ব্ল্যাক স্মিথ বা, টিন স্মিথ): মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা কোনো নামি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা। শূন্যপদ: অপারেটর টায়ার রিপেয়ার প্ল্যান্ট–১টি (তঃজাঃ)। স্টোরকীপার–১টি (ও.বি.সি.)। ফিটার ৪টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১)। কার্পেন্টার ২টি (জেনাঃ)। অটো ইলেক্ট্রিশিয়ান ১টি (ও.বি.সি.)। ভেহিক্যাল মেকানিক ২ টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪)। ব্লাক স্মিথ বা, টিন স্মিথে ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)। আপলোহস্টার ১টি (ও.বি.সি.)। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর (ফিজিওথেরাপিস্ট): সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ফিজিওথেরাপির ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আর কোনো হাসপাতালে ৬ মাস কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৯,২০০–৯২৩০০ টাকা ।শূন্যপদ: ৪৭টি (জেনাঃ ১৯, ই.ডব্লু.এস. ৯, ও.বি.সি. ২৪, তঃউঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৪)। হেড কনস্টেবল (ভেটেরিনারি): উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ভেটেরিনারি স্টক অ্যাসিস্ট্যান্টের ১ বছরের কোর্স পাশ হলে ও ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ১)। ওপরের সব পদের বেলায় তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। সাব–ইন্সপেক্টর (স্টাফ নার্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর (ডেন্টাল টেকনিশিয়ান), অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর (ল্যাব টেকনিশিয়ান), জুনিয়র এক্স–রে অ্যাসিস্ট্যান্ট (হেড কনস্টেবল), হেড কনস্টেবল (ভেটেরিনারি) ও কনস্টেবল (কেয়েলম্যান) পদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ছেলেদের বেলায় ১৬৫ (মেয়েদের বেলায় ১৫০) সেমি। বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৭৬ সেমি ও ফুলিয়ে ৮১ সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কনস্টেবল (টেবিল বয়) ও কনস্টেবল (ওয়ার্ড বয়, ওয়ার্ড গার্ল বা, আয়া) পদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ছেলেদের বেলায় ১৬৭.৫ (মেয়েদের বেলায় ১৫৭) সেমি। বুকের না–ফুলিয়ে ৭৮ সেমি ও ফুলিয়ে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ডান চোখে ৬/৬ও বাঁ চোখে ৬/১২ কিংবা উভয় চোখে ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, ট্যারা চোখ থাকলে আবেদন করবেন না। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট, ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https.rectt.bsf.gov.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

ক্লার্ক ও গ্রুপ ডি নেওয়া হচ্ছে বাঁকুড়া জেলা আদালতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : নিজস্ব সংবাদদাতা : বাঁকুড়া জেলা ও সেশন জাজেস কোর্ট আপার ডিভিশন ক্লার্ক, লোয়ার বৈলিফ, প্রসেস সার্ভার, ডিভিশন ক্লার্ক, সিল গ্রুপ–ডি পদে ৯৯ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য আবেদনের যোগ্য: আপার ডিভিশন ক্লার্ক: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। কম্পিউটার অপারেশনে যথার্থ ফিঙ্গারিং স্পিড ও টাইপিং যোগ্যতা থাকতে হবে। মূল মাইনে: ৮,৯০০– ৭৪,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৯টি (জেনাঃ ৩, জেনাঃ ই.সি. ১, তঃজাঃ ১, তঃজাঃ ই.সি. ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১. ও.বি.সি. বি ক্যাটেগরি ১)। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। কম্পিউটার অপারেশনে যথার্থ ফিঙ্গারিং স্পিড ও টাইপিং যোগ্যতা থাকতে হবে। মূল মাইনে ২২,৭০০–৫৮,৫০০ টাকা। শূন্যপদ ৩৯টি (জেনাঃ ১২, জেনাঃ ই.সি. ৬. জেনাঃ প্রাঃসঃকঃ ১, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ১. জেনাঃ প্রতিবন্ধী ২. তঃজাঃ ৬, তাজাঃ ই.সি. ১. তাজাঃ প্রাসংকঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ৩, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ই.সি. ১. ও.বি.সি. বি ক্যাটেগরি ২, ও.বি.সি. বি ক্যাটেগরি ই.সি, ১)।

সিল বৈলিফ: মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। কম্পিউটার অপারেশনে যথার্থ ফিঙ্গারিং স্পিড ও টাইপিং যোগ্যতা থাকতে হবে। মূল মাইনে। ২২,৭০০–৫৮,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ১. জেনাঃ ই.সি. ১. তাজাঃ ১)। প্রসেস সার্ভার: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্লাস এইট পাশ ছেলেরা প্রসেস সার্ভার। কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কাপড়তে জানা দরকার। আবেদন করতে পারেন। বাংলা ভাষায় লিখাপদ ৯টি (জেনায় ৩, জেনাঃ ই.সি. ১, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ই.সি. ১, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১, ও.বি.সি. এ ক্যাটেগরি ই.সি. ১)। গ্রুপ–ডি (পিওন/নাইট গার্ড/ফরাস): কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্লাস এইট পাশ ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে জানা দরকার। মূল মাইনে ১৭,০০০–৪৩,৬০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩৯টি (জেনাঃ ১১, জেনাঃ ই.সি. ৬, জেনাঃ প্রাঃসঃকঃ ২, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ১, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ২, তঃজাঃ ৬, তঃজাঃ ই.সি. ২, তঃজাঃ প্রাঃসঃকঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ই.সি. ১, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ই.সি. ২, ও.বি.সি. –বি ক্যাটেগরি ১, ও.বি.সি. –বি ক্যাটেগরি ই.সি. ১)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১–১–২০২৪"র হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। আপার ডিভিশন ক্লার্ক পদের বেলায় প্রথম পার্টে ১০০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, লজিক্যাল রিজনিং, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড। সময় থাকবে ১ ঘন্টা। সফল হলে দ্বিতীয় ফেজের পরীক্ষা। এই পরীক্ষা কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষা, ওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট ও লিখিত দক্ষতার পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ড্রাফট নোট, চিঠি লেখা, প্যারাগ্রাফ লেখা, প্রেসি লেখা ইত্যাদি। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। এরপর ৪০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ও সিল বৈলিফ পদের বেলায় ২টি পার্ট থাকবে। প্রথম পার্টে ১০০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে ইংলিশ, বাংলা, জেনারেল নলেজ আর অ্যারিথমেটিক। সময় থাকবে এক ঘন্টা। এরপর ২০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট ও কম্পিউটার টেস্ট। প্রসেস সার্ভার ও গ্রুপ–ডি পদের বেলায় ১০০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপের ইংরিজি, বাংলা, জেনারেল নলেজ ও বেসিক অঙ্ক বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সময় থাকবে এক ঘন্টা। সফল হলে ২০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং 01–2024, dated Bankura, the 22nd day of May, 2024. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.calcuttahighcourt.gov.in, www.bankura.dcourts.gov.in – অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (১০০×১২০ পিক্সেলে), সিগনেচার (১৬০০৭০ পিক্সেলে), শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, কম্পিউটার ট্রেনিং সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট ও মেধাবী খেলোয়াড় সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ আপার ডিভিশন ক্লার্ক পদের বেলায় ৫০০ (তপশিলী হলে ৩০০), লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক আর সিল বৈলিফ পদের বেলায় ৩০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২০০), টাকা, প্রসেস সাভার আর গ্রুপ–ডি পদের বেলায় ২০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১৫০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিং বা, ইউ.পি.আই.য়ে জমা দেবেন। এছাড়াও ই–ওয়ালেটে জমা দিতে পারবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

কোলন ক্যান্সার বাড়ছে

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

সাম্প্রতিক কালে কোলন বা মলাশয়ের ক্যান্সারের ক্রমাগত বৃদ্ধি সমগ্র বিশ্বে এক চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। সাধারণত অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাস এই মারাত্মক ক্যান্সারের এক প্রধান কারণ। প্রাথমিক উপসর্গগুলির প্রতি অবজ্ঞার ফলে অনেক সময় এই রোগ নির্ণয় দেরী হয়ে যায় এবং রোগ ততক্ষণে অনেক অ্যাডভান্সড স্টেজে পৌঁছে যায়। বর্তমানে তুলনামূলকভাবে অনেক কম বয়সেও এই ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়ছে, তাই একে আর শুধুমাত্র বয়স্কদের রোগ বলে ধরা চলবে না।

কোলন ক্যান্সারের কারণ : যদিও কোলন ক্যান্সারের কোন নির্দিষ্ট কারণ এখনো অবধি জানা যায়নি, তবে এই ক্যান্সারের সাথে নিম্নলিখিত ঝুঁকি গুলি জড়িত থাকে :

১) বয়স : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স ৬০ বছরের উপর হয়ে থাকে।

২)খাদ্যাভ্যাস: খাবারে ফাইবারের স্বল্পতা এবং অতিরিক্ত মাংস খাওয়া।

৩) ওজন : ওবেসিটির সাথে এই রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবেও এই রোগ হয়ে থাকে।

৪) মদ্যপান ও ধূমপান : উভয় ক্ষেত্রেই কোলন ক্যান্সারের হার বেড়ে থাকে।

৫) পারিবারিক ইতিহাস : অনেক ক্ষেত্রে এই ক্যান্সার এক প্রজন্ম থেকে বংশানুক্রমে অন্য প্রজন্মেও উল্লেখযোগ্য ভাবে হয়ে থাকতে পারে। ক্লোরেক্টাল ক্যান্সার বা পলিপের আগের ইতিহাস এই ক্যান্সারের কারণ হয়ে থাকতে পারে। এছাড়াও অন্ত্রের বিভিন্ন অসুখ যেমন আলসারেটিভ কোলাইটিস বা ক্রোণস ডিজিজকেও এই ক্যান্সারের পূর্বনির্ধারক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

কোলন ক্যান্সারের উপসর্গ

এর উপসর্গগুলির মধ্যে প্রধানতঃ ৩টি উপসর্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

১) মলের সঙ্গে নিয়মিত রক্ত নির্গত হওয়া।

২) অন্ত্রের অভ্যাসের পরিবর্তন– কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ডায়রিয়ার পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন।

৩) তলপেটে ক্রমাগত ব্যথা অস্বস্তি। এছাড়াও অন্ত্রের অসম্পূর্ণ খালি হওয়ার অবিরাম অনুভূতি। মলত্যাগ করার পরেও বারবার মলত্যাগের ইচ্ছে, ক্লান্তি, দুর্বলতা ওজন হ্রাস, রক্তাল্পতাও এই রোগের উপসর্গ হতে পারে।

যদি দেখা যায় যে এই উপসর্গ গুলির মধ্যে এক বা একাধিক আপনার মনে সন্দেহের উদ্রেক করছে তাহলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সাধারণত প্রাথমিকভাবে হিস্ট্রি টেকিং আর শারীরিক পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা প্রাথমিকভাবে এফ ও বি টি অর্থাৎ ফিকাল অকাল্ট ব্লাড টেস্ট করে থাকেন। তারপর সন্দেহজনক ক্ষেত্রে বেরিয়াম এনেমা, কোলোনোস্কপি বা সিগময়োডোস্কপির প্রয়োজন হয় এবং বায়োপসির সাহায্যে রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসা : আক্রান্ত কোলন পলিপ, টিউমার অথবা লিম্ফনোড সমেত অপসারণ করা হতে পারে। পরবর্তীকালে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি বা ইমিউনোথেরাপির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধের উপায়

১) কোলন ক্যান্সারের নিয়মিত স্ক্রীনিং যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ বছরের উর্ধ্বে ব্যক্তির এফআইটি অর্থাৎ ফিকাল ইম্যুনোলজিক্যাল টেস্টের সাহায্যে নিয়মিত স্ক্রিনিং করা হয়।

২) জীবনধারার পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই কমাতে পারে।

শব্দবার্তা ২৯৬

■	■	■	১		২	■	৩
■	৪			■		■	
■		■	৫				
৬				■	■	■	
	■	■	■	৭		৮	
৯		১০			■		■
	■		■	১১			■
	■	১২			■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কনিষ্ঠ ৪। কথার যা হওয়া অনুচিত ৫। কামারের কারখানা ৬। গভনমেন্দ ৭। স্বপক্ষীয় লোকজন ৯। আদেশ, হুকুম ১১। ফুলবিশেষ ১২। প্রতিঙ্গা, দিব্য।

উপর–নীচ

১। অনিষ্ঠ, ক্ষতি ২। জাঁকালো ৩। নারীজাতি ৪। পাখি, বিহঙ্গ ৬। বাংলার জনৈক নবাব ৭। যার রথ দশ দিকেই চলতে পারে। ৮। কথা, বাক্য ১০। আমার মতো।

সমাধান : ২৯৫

পাশাপাশি : ১। অবগতি ৪। জল ৫। আকাশপট ৭। সবাক ৯। শবর ১০। খাসমহল ১১। নান ১২। সোমনাথ।

উপরনীচ : ১। অল ২। গতকাল ৩। চম্পট ৪। জলবাতাস ৬। পরিবর্তন ৮। দহরম ১০। খাটুনি ১১। নাথ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

জয়নগরে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ভোটের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের জয়নগরের এক পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। তবে বিজেপির তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে ভোটার স্লিপ নিয়ে বাড়ির কাছেই একটি ডেকরেটরের দোকানে বসে কাজ করছিল জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়দেওয়ানি গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য তপন মণ্ডল সহ আরো দু'তিনজন। গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। অভিযোগ আচমকা কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে তপন মণ্ডলকে লক্ষ্য করে প্রথমে গুলি ছোড়ে কিন্তু গুলি লাগেনি, এরপরে তপন দোকানে লুকোতে গেলে সেখানে বোমা মারা হয়। আর বোমার প্রিন্টারে জখম হয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তপন। এরপরে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। তার পরে স্থানীয়রা এসে আহত তপনকে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁর। বুধবার সকালে অস্ত্রপ্রচার হয় তপনের। আর এদিন রাতের এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে যায় বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায় সহ পুলিশের টিম। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে জেলা পরিষদ সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের খান জিয়াউল হক ও গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাহাবুদ্দিন সেখ এই ঘটনা বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তাঁরা বলেন,বিজেপি নিজেদের পরাজয় বুঝতে পেরে এবং এলাকায় গণ্ডগোল পাকাতে এই খুনের চেষ্টা করেছে। তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি। বিজেপির জয়নগর ৫ নং মণ্ডল সভাপতি বাটুল মণ্ডল বলেন,ওই অঞ্চলে আমাদের কোনো সংগঠন নেই। তাই আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে ওরা। এর সঙ্গে আমাদের দলের কেউ যুক্ত নেই। আর এই ঘটনার পরে বুধবার সকালে এলাকা থমথমে।

লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ২৩টার বেশি আসন পাবে : অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: মঙ্গলবার নিজের লোকসভা কেন্দ্রে একটি বর্ণাঢ্য রেলি করেন ডায়মন্ডহারবার ২ নম্বর ব্লকের পালের মোড় থেকে ২৪৬ মোড় পর্যন্ত। আর এরপরই নিজের লোকসভা কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অভিষেক একের পর এক চ্যালেঞ্জ ও কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন।

অভিষেক জানায় এই ঘূর্ণিঝড় রেমালে কোন বিরোধী নেতা মানুষের পাশে ছিল না, একমাত্র একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক থেকে শুরু করে যে সমস্ত মানুষের ক্ষতি হয়েছে সমস্ত ক্ষতিপূরণ দেবে তৃণমূল কংগ্রেস।

পাশাপাশি নিজের লোকসভায় দাঁড়িয়ে এবারে ৪ লক্ষ ভোটের ব্যবধান বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদি ৩৬৫ দিন ডায়মন্ড হারবারে পড়ে থাকলেও হারাতে পারবে না বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অভিষেক।

অন্যদিকে আবাস যোজনার প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদিকে তিনি বলেন যে নরেন্দ্র মোদির মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অব্দি সমস্তটাই দু'নম্বরী। পাশাপাশি তিনি জানায় ডায়মন্ড হারবারের সিপিএম বিজেপি প্রার্থী তাদের কাজের খতিয়ান নিয়ে আসুক লেজে গোবরে করে ছেড়ে দেবো।

কার্যত এদিনের এই জনসভা থেকে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারকে হুংকার দিলেন অভিষেক ঠিক তেমনি নিজের জয় সুনিশ্চিত করলেন তিনি শুধু নরেন্দ্র মোদী নয় সুকান্ত মজুমদার শুভেন্দু অধিকারী সুজন চক্রবর্তী মোঃ সেলিম অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রত্যেককে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন তার বিপরীতে দাঁড়াতে পারতো ডায়মন্ডহারবার থেকে এত ভয় কিসের।

অন্যদিকে ভোটের জন্য বিজেপি টাকা দিচ্ছে আর সেই টাকা নিয়ে তৃণমূলের হয়ে ভোট করানোর জন্য জানালেন অভিষেক। পাশাপাশি জনসভা থেকে আবারও ডায়মন্ড হারবার মডেলকে সামনে তুলে আনলেন তিনি। তিনি জানান ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ডায়মন্ডহারবার লোকসভা যেখানটা ছাট উর্ধ্ব ব্যক্তিদের ১০০০ টাকা করে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হয়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সরকারি সূত্রের সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলা ও ইংরে– জিতে সরকারী ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে একযোগে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষাতেও সেগুলি প্রকাশ করার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেছেন। এ ব্যাপারে সুপষ্ট নির্দেশ আছে যে, যেসব এলাকায় ভাষাগত সংখ্যালঘুদের হার ১৫ শতাংশ বা তার বেশী সেইসব এলাকায় প্রধান প্রধান আইন কানুন নিয়মাবলী ইত্যাদি তাঁদের ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে হবে। রাজ্য সরকার এইসব এলাকার একটি তালিকা প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়ছেন। পশ্চিমবঙ্গে যেসকল জেলায় ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগণের অনুপাত অন্তত শতকরা ৬০ সেইসকল জেলায় এই সংখ্যালঘুদের ভাষাকে অতিরিক্ত রাজ্যভাষা হিসেবে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের সদর দপ্তর থেকে হিন্দী উর্দু, সাঁওতালি ও নেপালী ভাষায় সরকারী বিধিবিধান ও বিজ্ঞপ্তি অনুবাদ করে প্রচার করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি দার্জিলিং শহরে নেপালি ভাষার জন্য সরকারী তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের একটি উত্তরানচলীয় শাখা স্থাপিত হয়েছে। সাঁওতালি ভাষার উন্নয়নের জন্য শীঘ্রই একটি কমিটি গঠনের কথা আছে।

৮ম বর্ষ, ২৫মে ১৯৭৪, শনিবার, ২৬শ সংখ্যা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

ক্রাইম ডেস্ক

গরু পাচার রুখলো এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি বোলোরো পিকআপ ভ্যানে ঠেলে গুঁজে তুলে দেওয়া হয়েছে ২৭টি গরু! রীতিমতো নারকীয় নির্যাতনের শিকার গরুগুলো, হ্যাঁ এমনই এক পিকআপ ভ্যান আটক করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। আর সেটি আটক করতেই কার্যত আবারও প্রকাশ্যে এল গরু পাচারের মতো ঘটনা।

সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ তিলপাড়া ক্যানেলের কাছে ৬০নং জাতীয় সড়কে একটি বোলোরো পিকআপ ভ্যান থেকে ১৭টি গরু উদ্ধার করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ যার নেতৃত্বে ছিলেন ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তী। পিক আপ ভ্যানের নং ডব্লিউবি ৪৫৩৫৪৩। গাড়িটি আটক করার পর কোনওরকম বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি চালক মুর্শিদাবাদ জেলার আইলেরুপুর গ্রামের কালু শেখ (৩৪) ও খালাসী রাজ শেখ (১৯)। তারপরেই তাদের আটক করে গাড়ি ও গরুসহ সিউড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে খবর। প্রতিটি গরুর দাম ২৫ হাজার টাকা।

প্রাথমিকভাবে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ হয়ে বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে গরুগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা যদি সত্যি হয় তাহলে কোনওরকম কাগজপত্র ছাড়াই কিন্তু একাধিক জেলার সবমিলিয়ে ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা পেরিয়ে এসে বীরভূমে ধরা পড়ল গাড়িটি! এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে!

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঝরাত নয় গভীর ঘুমের সময়ও নয়! গ্রীষ্মকালে সাধারণত কর্মব্যস্ততার শেষমুহূর্ত অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত্রি নটা নাগাদ দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে লাভপুরের একটি পেট্রোল পাম্পে। লাভপুরের মানপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ইন্ডিয়ান অয়েলের পাম্পে তখন চলছিল হিসেবনিকেশ আর ঠিক সেইসময়ই ২জন দুষ্কৃতি প্রবেশ করে ক্যাশ কাউন্টারে আর রীতিমতো মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে দেরাজ আলমারি সহ ঘরের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তারা। পাম্প কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে লুঠ হওয়া টাকার পরিমাণ হাজার পঞ্চাশেক। বুধবার লাভপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লাভপুর থানার পুলিশ। বর্তমানে মানপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বেশকিছু দোকানদানি হয়েছে আর তাই রাত্রি নটা নাগাদ সেইস্থান জনবহুল না হলেও একেবারে শুনশানও নয়। আর এহেন স্থানে একরকম সমস্ত মানুষের জেগে থাকার সময়েই এই ঘটনা রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এলাকায়। তবে সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট ধরা পড়েছে দুই দুষ্কৃতীর ছবি আর তাই এই দুঃসাহসিক কাণ্ডের দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারি হয়তো শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা!

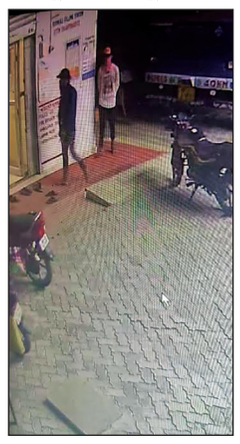

রায়দীঘিতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে কান্তি গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দীঘি : নিজের রাজনৈতিক পরিচয়কে দূরে ঠেলে আবার দূর্যোগে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন রাজ্যের প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি।তিনি ঝড়ের আগেই শুক্রবার রায়দীঘিতে গিয়ে পৌছান।তিনি দলাদলি ভুলে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।সুন্দরবনের মানুষজন জানেন, ঝড়ের আগে কান্তি আসে। সাগরে ফুঁসছে সাইক্লোন রিমেলে। সুন্দরবনের মানুষদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। রবিবার সকাল সকাল মণি নদী সংলগ্ন এলাকা ঘুরে দেখেছেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।সোমবার ও ক্ষতি গ্রস্থ একাধিক এলাকায় গেলেন কান্তি তাঁর সাধ্যমত সাহায্য নিয়ে।তিনি দল–মত নির্বিশেষে এই সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ডাক দিলেন আবার। প্রবল বৃষ্টিতে চারিদিক সাদা। দোসর আবার ঝোড়ো হাওয়া। দূরপানে দৃষ্টি যাচ্ছে না খুব একটা। সাইক্লোন রিমেল আছড়ে পড়ার পড়েই সোমবার সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে এগিয়ে এলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।বাদাবনের মানুষ গুলোর কাছে তিনি আজও পরম আত্মীয়।লোকে বলে,ঝড়ের আগে কান্তি আসে।আয়লা হোক, বুলবুল হোক বা আমফান, প্রবীণ সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ছুটে গিয়েছেন সুন্দরবনে।করোনার সময়ও ভাইরাসের হাত থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কান্তি বুড়োর বাহিনী। বাম জমানাতে তিনি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন।এরপর পালাবদল হয়েছে। বাংলার লাল দাপট 'বেশ ফিকে', দাবি রাজনৈতিক মহলের। কান্তি এখন আর বিধায়ক বা মন্ত্রী নন। কিন্তু, খুচখাচ সমস্যাতেও দৌড়ে যান সুন্দরবনে।রবিবার রাতে সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়ার কাছে আছড়ে পড়ে সাইক্লোন 'রিমেল'।বাংলায় এখনও এক দফায় ভোট বাকি। কিন্তু,নির্বাচনী অঙ্ক না কষে সকলের একজোট হয়ে এখন সুন্দরবনের মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত, বার্তা কান্তির।সুন্দরবন বাসীর কাছে তাঁর আবেদন, 'এই জলটা ধরে রাখুন যাতে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে গেলে পানীয় জলের একটা সংকট তৈরি হতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।'তিনি সোমবার রায়দীঘির একাধিক এলাকায় যান। দুর্দশা গ্রস্থ মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।সাহায্য তুলে দেন।

ভোটার স্লিপ বিতরণকে কেন্দ্র করে মারামারি, জখম ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ভোটার স্লিপ বিলি করাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপি'র মারামারিতে গুরুতর জখম হলেন ৭জন বিজেপিকর্মী সমর্থক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বুধোখালির ২৫৩ নম্বর বুথের পেঁতুয়া গ্রামে। গুরুতর জখম হন দিপীকা নস্কর, সঞ্জয় নস্কর, শচীন নস্কর, সব্যসাচী মণ্ডল, বিষ্ণু কয়াল, সঞ্জয় হালদার ও দিবাকর নস্কর। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন আক্রান্তরা। পুলিশ তদন্তে নেমে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা শিখা নস্করের স্বামী গণেশ নস্করকে আটক করেছে। এলাকায় রয়েছে উত্তেজনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এলাকার বাড়িতে বাড়িতে ভোটার স্লিপ বিতরণ করার জন্য বেরিয়ে ছিলেন। অভিযোগ সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থক বাবলু মণ্ডল, গণেশ নস্কর, মনোরঞ্জন মণ্ডল, তাপস মণ্ডল, নিত্যানন্দ গায়েন, মিঠুন নস্কর, নিখিল নস্কর, মেঘনাথ মণ্ডলসহ মোট ২৫ জন লোকজন বিজেপি কর্মী সমর্থদের উপর লাঠি, বাঁশ নিয়ে আচমকা আক্রমণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিজেপি কর্মী সমর্থকদেরকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় গোলাবাড়ি বাজারে আবার চড়াও হয় তৃণমূলের লোকজন। ঘটনায় মহিলাদেরকেও রেহাই দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। মহিলাদের মারধর করে শাঁখা ভেঙে দেওয়া হয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির ইটখোলা অঞ্চল কনভেনার ভোলানাথ মণ্ডল জানান, 'অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইটখোলার ঘটনায় ক্যানিং থানায় ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, 'পারিবারিক ঘটনাকে রাজনীতির রঙ লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমা লিপ্ত করে বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে ফায়দা তুলতে চাইছে। পাশাপাশি শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করতে চাইছে।'

রেমালের প্রভাবে বেহাল দক্ষিণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: অবশেষে দিনভর শক্তি সঞ্চয়ের পর রবিবার গভীর রাতে তাণ্ডব লীলা চালায় সামুদ্রিক ঘূর্ণি ঝড় রেমাল। সঙ্গে চলে মুষলধারে বৃষ্টি। নদীতে জলস্ফীতি বেড়ে ওঠে। জলোচ্ছ্বাস ঘটায় বিভিন্ন উপকূলে। রেমাল যখন স্থলভাগে আঘাত হানে তখন বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। রেমালের আগ্রাসন থেকে প্রাণে বাঁচাতে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে বিপদ সংকুল নীচু এলাকায় থেকে নিরাপদে সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল প্রশাসনকে। আশঙ্কার রাত কেটে ভোর হতেই সোমবার বহু মানুষ ফিরে আসেন নিজেদের আশ্রয়স্থলে।গোসবা,বাসন্তী,কুলতলি,জীবনতলা, সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ সহ বিভিন্ন এলাকায় নদীর জল উপচে গ্রামে ঢুকতে শুরু করে। তবে রাতের অন্ধকার কেটে গেলে সোমবার বহু মানুষ নিজেদের উদ্যোগেই বাঁধ নির্মাণ করতে শুরু করেন। প্রশাসনের তরফে অবশ্য বলা হয়েছে সঠিক আবহাওয়ার নির্দেশিকা দেওয়া এবং মানুষজন ও গৃহপালিত পশুদের সরিয়ে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার কারণে রেমালের প্রভাব থেকে মৃত্যু আটকানো সম্ভব হয়েছে। তবে বেশ কিছু কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দক্ষিণ–পূর্ব রেলের আগাম ঘোষণা মতোই রবিবার থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলেও সোমবার সকালে দশটার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। ক্যানিং ডায়মন্ড হারবার কাকদ্বীপ লাইনে প্রবল বৃষ্টিতে লাইনে জল জমে যায়। ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। অন্যদিকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বেশিরভাগ গ্রাম এখনও বিদ্যুতহীন। হাসপাতাল, স্টেশন, গুলিতে জরুরি ভিত্তিতে জেনারেটরের ব্যবস্থা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখা হয়েছে। বহু জায়গাতে তার ছিড়ে গিয়েছে,উপড়ে পড়েছে গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি। তবে মেরামতির কাজ চলছে বিভিন্ন এলাকা গুলিতে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। বেশ কিছু মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। দুর্যোগ কেটে গেলে সেই সমস্ত মাটির বাড়িগুলো যাতে দ্রুত মরামতি সম্ভব হয় তার জন্য প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, ঝড়ে প্রচুর গাছ পড়েছে। রবিবার সারারাত এবং সোমবার সারাদিন বহু গাছ কেটে সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। রেমাল সরলেও তার প্রভাবে সোমবার সকাল থেকে চলছে দমকা হাওয়া আর বৃষ্টিপাত। ফলে সব মিলিয়ে দুর্যোগ যথেষ্ট ঘনীভূত এখনও সুন্দরবন এলাকা থেকে জেলার শহরতলী পর্যন্ত। বিভিন্ন নেতা–নেত্রীদের ভোটের প্রচার ছিল সোমবার সেগুলো সব বাতিল করা হয়।

এ বিষয়ে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'সমস্ত জায়গাতে নদী বাঁধ বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে। তা খুব দ্রুত মেরামতি সম্ভব হবে। যে সমস্ত মানুষদেরকে সরিয়ে আনা হয়েছিল, পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ায় তারা অনেকেই ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। বিদ্যুৎ ব্যবস্থারও উন্নতি হবে। শুধু সুন্দরবন বা গ্রামীণ এলাকা নয় রেমালের প্রভাব পড়েছে শহর এলাকাগুলিতেও। বারুইপুর, সোনারপুর, ক্যানিং ও ভাঙ্গড় প্রভৃতি এলাকা গুলিতে জল জমতে শুরু করেছে। এই সমস্ত এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত জল জমে পড়েছে। এই সমস্ত জল বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রতিবছর ঝড়ে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ভাবে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গেছে। তবে আরো খতিয়ে দেখা হচ্ছে জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকাগুলি। জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলোতে যে বেরাজালা করা থাকে সেগুলিও সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'।

অবৈধ বালিবোঝাই ডাম্পার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে মুর্শিদাবাদগামী তিনটি অবৈধ বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ । দুটি ডাম্পার মহম্মদবাজার এবং একটি ডাম্পার সাইথিয়া এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে । ই–চালান ছাড়া অতিরিক্ত পঁয়ত্রিশ টন করে প্রত্যেকটি ডাম্পারে বালি ছিল বলে জানা গিয়েছে । দুটি ডাম্পার মহম্মদবাজার এবং একটি ডাম্পার সাইথিয়া থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে ।

জলমগ্ন মহেশতলার বিভিন্ন ওয়ার্ড, বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের জেরে সাময়িক বৃষ্টিপাতের ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড এখনো জলমগ্ন, এলাকার মানুষজন জল যন্ত্রণায় তীব্র ক্ষোভ জানাচ্ছে। সুকান্তপল্লী এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। মটর বসিয়ে মানুষকে জল ছিঁচতে হচ্ছে। এই এলাকার খাল দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। যে খালটি বাটানগর এর দিকে নদীতে গিয়ে মিশেছে সেই খাল অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে বৃষ্টি জল ঠিকমতো নিষ্কাশন হচ্ছে না। অন্যদিকে, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের নুঙ্গির চক্রবর্তী পাড়া জলমগ্ন হয়ে থাকায় এখনো মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। এই ওয়ার্ডই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে এক মহিলার

মৃত্যু হয়। মহেশতলা পৌরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের চ্যাটার্জি পাড়া, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাটামোড়, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের শেখপাড়ায় এখনো জল জমে আছে। একদিনের বৃষ্টিতেই যদি এই অবস্থা তাহলে বর্ষাকালে কী হবে ভেবে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত। এলাকার মানুষরা জানাচ্ছেন পৌরসভা দীর্ঘদিন ড্রেনেজ এবং খালের কোনও সংস্কার করেনি যার ফলে এই ভোগান্তি। বর্ষার আগে এই সমস্যার সমাধান না হলে মানুষ আরো বিপদে পড়বে। এই প্রসঙ্গে মহেশতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস জানান, আমরা সবই পরিকল্পনা করেছি, কিন্তু হঠাৎ করে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসে যাওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। খুব শীঘ্রই কেএমডিএ খাল সংস্কার এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার করবে। বর্ষার আগে সেই পরিকল্পনা কি বাস্তবায়িত হবে? যে প্রশ্নের কোনও সদ উত্তর দিতে পারেনি বিধায়ক দুলাল দাস।

অন্যদিকে, মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক মহিলা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জমে থাকা জলে পা দিলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যান। মহিলার নাম তাপসী দাস (৫৩)। ঘটনাটি ঘটেছে নুঙ্গির চক্রবর্তী পাড়ায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মহেশতলার বিভিন্ন ওয়ার্ড এমনিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ২৭ মে সকালে লুঙ্গি চক্রবর্তী পাড়ায় জমে থাকা জলে বিদ্যুতের ছিড়ে যাওয়া তার পরেছিল, তাপসী দাস নামে ওই মহিলা হঠাৎ করে জলে পা দিলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়েন। স্থানীয় মানুষজন কাউন্সিলর অলকা মাইতিকে খবর দিলে তিনি মহেশতলা থানায় বিষয়টি জানান। ওই মহিলাকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠালে, চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই মহিলা বাড়িতে একাই থাকতেন। ছেলে কর্মসূত্রে অন্য জেলায় থাকেন। মহিলার মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ছবি : অরুণ লোধ

রেমালে বিদ্যুৎপৃষ্টে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে বীরভূম জেলায় বৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যায় এক যুবক।

এলাকা ও পুলিশ সূত্রে খবর সোমবার সকালে তালপাতা আনতে গিয়ে জাজিগ্রাম মাঠে ঝড়ে ছিঁড়ে যাওয়া ১১০০০ ভোল্ট তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় প্রসেনজিৎ লাহা নামে এক যুবকের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

অসুস্থ যুবককে হাসপাতালে ভর্তি করল আরপিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : স্টেশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এক যুবক। অন্যান্য সাধারণ যাত্রীরা কেউই এগিয়ে আসছিলেন না সাহায্যের জন্য। ঘটনার খবর পেয়ে এগিয়ে এলেন স্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ান। অসুস্থ যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।

জানা গিয়েছে জয়নগরের বাসিন্দা শম্ভু বৈদ্য। বুধবার দুপুরে ক্যানিং ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ। সেই সময় কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন ক্যানিং আরপিএফের হেড কনষ্টেবল এস ঘোষ। তিনি খবর পেয়েই তড়িঘড়ি অসুস্থ ওই যুবককে উদ্ধার করেন। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। ২ ঘণ্টা চিকিৎসার পর ওই যুবক সুস্থ হন। যুবক শম্ভু বৈদ্য জানান, ক্যানিং ষ্টেশনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। সাধারণ ট্রেনযাত্রীরা কেউই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। আরপিএফকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই মুহূর্তে যদি উদ্ধার করে হাসপাতালে না নিয়ে যেতেন তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১ জুন – ৭ জুন, ২০২৪

শ্যামবাজারের শ্রদ্ধা বাস্তব হোক

এবারের লোকসভা নির্বাচনের শেষলগ্নে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র রণং দেহি বক্তব্য রাখলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে নেতাজি ও স্বামীজিকে ছুঁয়ে গেলেন। প্রথম জন শ্যামবাজারের নেতাজিমূর্তির প্রতি পুষ্প অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানালেও নীরব থাকলেন। দ্বিতীয় জন নেতাজির জন্মদিনকে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ছুটি কেন ঘোষণা করতে পারল না এনিয়ে সরব হয়ে মূর্তিকে স্যালুট জানিয়ে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানালেন। গন্তব্য পথ ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন। আপাত দৃষ্টিতে বাঙালির মননকে কাছে পাওয়ার রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্যতম প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে এই রোড শো' গুলি হয়েছে উত্তর কলকাতার রাজপথে। তাঁদের এই শ্যামবাজারের নেতাজি মূর্তিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্ন অবশ্যই ওঠা উচিত যা হয়তো উভয় পক্ষের ক্ষেত্রেই অপ্রিয়। প্রধানমন্ত্রী প্রথম থেকেই নেতাজির রহস্য দুর্ঘটনা করবেন এমন একটি আশার এবং সম্ভাবনার দিকে হাঁটলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল থমকে গেছেন। লালকেল্লায় ২১ অক্টোবর আজাদহিন্দ দিবসের পতাকা তুললেন এবং ঘোষণা করলেন নেতাজি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও লোকসভায় সে স্বীকৃতি স্থাপনের বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা করলেন না। দাবি সত্ত্বেও চেষ্টা করলেন না নেহরুর আমলে আজাদহিন্দের ইতিহাস বইয়ের পান্ডুলিপি যা ঐতিহাসিক ড. প্রতুল গুপ্ত লিখেছিলেন প্রকাশ্যে আনতে। আন্দামানে তিনটি দ্বীপের নাম শহীদ, স্বরাজ ও নেতাজি করলেও আজাদহিন্দ সরকারের প্রদত্ত আন্দামান ও নিকোবরকে যথাক্রমে শহীদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ'এর সেই ঐতিহাসিক নামকরণ ফিরিয়ে দিতে পারলেন না বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী। নেতাজির ১২৫তম জন্মদিনকে দিল্লিতে না, কলকাতায় উপস্থিত থেকে উদযাপন করলেন তিনি তাও বোধগম্য নয়। নেতাজি কি শুধুই বাঙালি? প্রধানমন্ত্রী নেতাজির ১২৫তম জন্মদিন উদযাপনের লক্ষ্যে বিশাল কমিটি গড়লেও অধিকাংশ সদস্যই রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ হলেও নেতাজি সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ, কৌতূহল কিংবা গবেষণা কতটুকুই বা ছিল? নেতাজির সঙ্গে সম্পর্কহীন জনৈক বিদেশীনিকে ''নেতাজি কন্যা হিসেবে ওই বিশাল কলেবরের কমিটির সদস্যা করলেন কাদের চক্রান্তে? নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর গল্প বাতিল করলেও মোদী সরকার কেন নেহরু ও ইন্দিরা সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন সেই প্রশ্নে কেন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও দাবিদার পরিবারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেই তাদের সুরেই তাল মেলাতে পছন্দ করেন। যদিও তিনি চিতাভস্মের গল্প বিশ্বাস করেন না বলে একদা হুংকার দিয়েছিলেন। একমাত্র রাজ্যসভার সাংসদ শুখেন্দুশেখর রায় ছাড়া আর কোনো সাংসদ নেতাজির মিথ্যাচার নিয়ে সরব হননি। নেতাজি ফাইল সমস্ত কিছু মোদী ও মমতা প্রকাশ করেছিলেন বলে দাবি করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রের হেফাজতে থাকা সমস্ত ফাইল প্রকাশিত হয়নি। মোদী–মমতা ব্যস্ত মানুষ, তাঁদের পক্ষে নেতাজি সংক্রান্ত সমস্ত সত্য না জানা স্বাভাবিক কিন্তু মিথ্যাচারকে যারা প্রশয় দেন তাদের কণ্ঠ কেন হবেন মোদী–মমতা? বামপন্থী–ডানপন্থী কোনো রাজনৈতিক দলই নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি কিংবা নেতাজির প্রতি মিথ্যাচার দূর করবার কোন প্রতিশ্রুতি তাদের দলীয় ইস্তেহারে লেখার সাহস দেখাতে পারলেন না কেন? কাদের চিন্তা চেতনা দৈনতায় নেতাজি নানা ক্ষেত্রে দিনের পর দিন উপেক্ষিত থাকছেন রাজনৈতিক অঙ্গনে যে প্রশ্ন উঠবেই। এমনকী জাতীয় ছুটির বিরোধী নানা দলের কিছু রাজনৈতিক কর্মী ভাবতে শেখেননি যে গান্ধীজি কিংবা আম্বেদকারের জন্মদিনকে কেন জাতীয় ছুটির মর্যাদা দেওয়া হয়? তারা কী কর্মবীর দেশ প্রেমিক নন? শ্যামবাজারে মোদী–মমতার নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা বাস্তবে প্রতিফলিত হোক আগামী দিনে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

অতঃপর চক্ষুঃ মেলে দুই লীলাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কে। লীলা বললেন, আমি আপনার স্ত্রী লীলা, এবং ইনি দ্বিতীয় লীলা, ইনিও আপনার স্ত্রী, আপনার জন্যই আমার প্রতিবিম্ব স্বরূপ এই লীলাকে আমি পেয়েছি। আর এই শুভ্রকান্তি দেবী হলেন জগজ্জননী সরস্বতী। অতি সৌভাগ্যবলে ইনি আমাদের পরলোক হতে এখানে এনেছেন এবং স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন। এই কথা শুনে পদ্ম গাত্রোত্থান করে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। বিনীত স্বরে দেবীকে বললেন, হে সর্বমঙ্গলদাত্রী দেবি, হে বরদাত্রি। আপনি আমায় মেধা, আয়ু, ধন দান করুন। সরস্বতী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তুমি ধনী হও, নির্বিঘ্ন, সুখী ও দীর্ঘায়ু হও। তোমার প্রজাকুল সুখে থাকুক, লক্ষ্মীদেবীর কৃপালাভ কর। ইত্যকার আশীর্বানী উচ্চারণ ক'রে জ্ঞপ্তিদেবী অন্তর্হিত হলেন।

বশিষ্ঠ বললেন, অতঃপর লীলারানীর সবিস্তার বর্ণনায় পদ্ম পারলৌকিক ও ইহলৌকিক বৃত্তান্ত জেনে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। ক্রমে তিনি প্রযত্নশীল হয়ে সরস্বতীর অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং আরও প্রযত্নশীল হয়ে বিদেহমুক্ত হয়েছিলেন। বশিষ্ঠ বললেন, রাম! এই কাহিনী উল্লেখের কারণ তোমার দৃশ্যদর্শনরূপ দোষের উচ্ছেদকরণ। সুতরাং তুমি জগতের অসত্যতা জেনে নিয়েছ। দৃশ্যবস্তুতে সত্যতাবুদ্ধি পরিত্যাগ ভিন্ন দৃশ্য পরিহারের অন্য কোন উপায়ই হয় না। উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জলমগ্ন সেদিনের কলকাতা

১৯৩৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, কলকাতার জলমগ্ন রাস্তা, একটি ভারী বর্ষণের পর, যা এখনকার মতই চিরপরিচিত দৃশ্য

ডায়মন্ডহারবারে এবার অন্য ইতিহাস লেখা হবে : সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : ২৫ মে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতগাছিয়া বিধানসভার চকমানিক অঞ্চলের রাধা কৃষ্ণ গার্ডেনে ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার বুথ সভাপতি সম্মেলন হল। পয়লা জুন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের শেষ দফায় নির্বাচন। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ওরফে ববির সমর্থনে বুথ সভাপতি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। তিনি এদিন বলেন, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে এবারে দল একজন ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করেছে। ২০১৯ সালে বিজেপির প্রার্থী ছিল নীলাঞ্জন রায়। তিনি অন্য এলাকার ব্যক্তি ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন। আমরা এবার ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করেছি এখন বিজেপির অবস্থা অনেক ভালো, তাই এবার ববিদার জয় নিশ্চিত। যিনি তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন দেখলাম রাস্তায় লেখা আছে তিনি নাকি যুব ও সমাজের আইকন। যুব সমাজের আইকন স্বামী বিবেকানন্দ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। একজন এইট পাস এবং যার বিরুদ্ধে গরুপাচার কয়লা পাচারের অভিযোগ তিনি কি করে যুব সমাজের আইকন হবেন। এই যুব সমাজের জালি আইকনকে হারাতে হবে। ফলতাতে জাহাঙ্গীর খান সন্ত্রাস করছে, আজ নয় কাল তাকে জেলে যেতে হবে। জালি যুব সমাজের আইকন জিতে গেলে হয়তো আপনাদের সার্টিফিকেট নিতে তিহার জেলে যেতে হতে পারে। তাই কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে অভিজিৎ দাস ওরফে ববিকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। মন থেকে ভয় ঝেড়ে ফেলুন বুথকে শক্ত করুন। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কোনও

লবি করবেন না, মনে রাখবেন আপনারা ভোট দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদীকে। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস বলেন, মন থেকে ভয় দূর করুন, ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করুন। কোন নেতাকর্মী সমর্থকের যদি বাড়িঘর ভাঙচুর করে, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমরা তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য বীমার ব্যবস্থা করে দেব। ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, যে কটা দিন হাতে আছে জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করুন, জয় আমাদের নিশ্চিত। বুথ সভাপতি সম্মেলনের শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, কলকাতা পুলিশ যতই ১৪৪ ধারা কলকাতায় জারি করুক, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর র‍্যালি হবেই এবং সেখানে দুলক্ষ লোকের জমায়েত থাকবে।

বিরোধীদের ছন্নছাড়া সংগঠন তাই এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস

ভোটের • হাওয়া

কুনাল মালিক, ডায়মন্ডহারবার

সারা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম লোকসভা কেন্দ্র হল ডায়মন্ডহারবার লোকসভা। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তৃণমূলের সেকেন্ড ইন চিফ অভিষেক ব্যানার্জি। ২০১৯ সালে তিনি এই কেন্দ্রে ৩,২০,০০০ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। এবার তার মার্জিন কত বাড়বে সেটাই শাসকদলের মধ্যে আলোচিত হচ্ছে। ভোটের আগে বিরোধীরা এই কেন্দ্রকে টার্গেট করেছিল। আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী তো অভিষেক ব্যানার্জিকে প্রাক্তন করে ছাড়বেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও অভিষেক ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু তাকেও এই লোকসভা কেন্দ্রে ততটা তৎপর হতে দেখা যায়নি। শেষ লগ্নে ২৯ মে তিনি একটি রোড শো করেন মাত্র। অভিষেকের বিরুদ্ধে বিজেপির যিনি প্রার্থী হয়েছেন অভিজিৎ দাশ ওরফে ববি, তিনি এককভাবে চেষ্টা করছেন লড়াই দিতে। কিন্তু তার বিজেপি দলও এই মুহূর্তে সংগঠনগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল এবং ছন্নছাড়া। সূত্রের খবর ৩৭টি মণ্ডলের মধ্যে ১২টি মণ্ডল কোন কাজই করছে না। বিজেপির সাংগঠনিক জেলার যিনি সভাপতি আছেন অভিজিৎ সর্দার তাকেও খুব একটা তৎপর হতে দেখা যাচ্ছে না। নিজেদের দলের মধ্যেই খামচা খামচি শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর বিজেপি প্রার্থী নিজেই অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা করছেন এই নির্বাচনে। ফলতা মহেশতলা মেটিয়াব্রুজ বিধানসভা এলাকায় সেভাবে প্রচার করতেই পারেনি বিরোধী শিবির। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস অত্যন্ত সংঘটিত দল। বুথ স্তর পর্যন্ত চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের প্রচার। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্পোরেট সিস্টেম দলকে আরো চাঙ্গা করেছে। তার ওপর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্যভাতা, দীর্ঘদিন না পাওয়া ১০০দিনের

কাজের টাকা হাতে পেয়ে এলাকার ভোটাররাও অত্যন্ত খুশি। এই বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটে ডিভিডেন্ট তুলতে চাইছে। তাছাড়া অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন উঠছে, বিজেপির কেন্দ্রীয় বা রাজ্য নেতৃত্ব কি আদৌ ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রকে নিয়ে ভাবছে? কারণ সর্বত্র যখন কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা–নেত্রীরা বিভিন্ন জায়গা প্রচার করছেন সেখানে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র ব্রাত্য থেকে গেল কেন? কেনই বা এই কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বা মিঠুন চক্রবর্তী বা অমিত শাহ কেউ প্রচারে এলেন না? শেষ লগ্নে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটি ছোট্ট জনসভা এবং রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বুথ সম্মেলন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নামমাত্র রোড শো'য়ের মাধ্যমে এই লোকসভা কেন্দ্রের প্রচার শেষ হয়ে গেল। কেন্দ্র বা রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বও কি অভিষেক ব্যানার্জি তথা মমতা ব্যানার্জিকে চটাতে চাইছে না উঠছে প্রশ্ন। অন্যদিকে, বাম প্রার্থী প্রতীক উর রহমান ও সেভাবে প্রচারে ঝড় তুলতে পারেননি। আইএসএফ প্রার্থী মজনু লস্করকেও সেভাবে চোখে পড়ছে না। বিরোধী শিবিরের ছন্নছাড়া সংগঠনই তৃণমূল কংগ্রেসকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে।

বর্তমানে লজ্জাহীনতাই বাঙালির ভূষণ

নির্মল গোস্বামী

প্রবাদ দিল 'লজ্জা'নারীর ভূষণ। প্রবাদটার সরল অর্থ আজ আর কার্যকরী নয় সমাজে।লজ্জা নারীর ভূষণ কিনা তাই নিয়ে তর্কাতর্কি বসিনি কিন্তু। প্রকট গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে লজ্জা শুধু নারীরঅ ভূষণ নয়, লজ্জা সমাজের ও ভূষণ। সমাজের প্রতিটা মানুষের ভূষণই হল লজ্জা। মানুষের বিবেক যদি বসন হয়। তাহলে লজ্জা হল ভূষণ। ভূষণ অর্থাথ অলংকার। বসন ছাড়া শুধু অলংকারে মানুষ শুধু সজ্জিত হয় না–কারণ নগ্নতা আবৃত হয় না। নগ্নতা ঢাকা সভ্যতার দায়। তাই বসন অপরিহার্য। কিন্তু লজ্জা রূপ ভূষণ হয় তো বা অপরিহার্য নয়। কিন্তু সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ভূষণ কিন্তু করাকরী ভূমিকা নেয়। একজন পূর্ণ মানুষের মনের বিচিত্র ধারার গতিরোধ করতে সহায়তা করে লজ্জা। লজ্জা যুক্ত মনকে আমরা বিবেক বলতে পারি। যার মনে লজ্জা আছে, সে অন্যয় কাজ করতে পিছপা হয়। অনেকে বলতেই পারে যে ভয়ে মানুষ অন্যয় করে না। এই ভয়ের পিছনেও লজ্জা কাজ করে। আইন ভাঙলে সাজা হয়।আর সাজা খেটে বার হলে। লজ্জা সারাজীবন পিছু ছাড়ে না। এই লজ্জাই মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃতি করে এবং বিবেক করে তোলে। বর্তমানে জাতি হিসাবে বাঙালী বোধ হয় লজ্জা নামক মর্ম বস্তুটি বর্জন করেছে।

সাধারণ মানুষ নয়, বিশেষ করে বাঙালী নেতা নেত্রীদের বর্তমান কার্য কালাপ পর্যবেক্ষণ করলে এই লজ্জা বর্জনের ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এক দলের বিধান সভার নির্বাচিত এম.এল.এ রা অন্য দলের প্রতীকে এম.জি.কিটে দাঁড়িয়ে পড়ল। আইনে বোধ হয় আটকায় না বা আইনকে বুয়ো আঙ্গুল দেখাবার নানা পন্থা বিদ্যমান আছে– তাতেই ছাড় পেয়ে যায়। কিন্তু নুন্যতম চক্ষু লজ্জা থাকলে সেই একই ভোটারদের কাছে ভোট চাইতে পারত কি? বা যেই দল গেল সেই দল–কিছু দিন আগে ওই জেতা এমএলএ'র বাপান্ত করছে সভা সমিতিতে। সেই আবার তার গুনগানের মহিমা প্রচার করছে সেই একই মানুষদের কাছে। লজ্জা থাকলে এই দলবদল এতো ব্যপকহারে ঘটত না। ভোট ভিখারীদের যেমন লজ্জা নেই, ঠিক তেমনি যারা দল চালায় তাদেরও লজ্জা নেই। এবং দলের কর্মী–সমর্থকদেরও তারা বেহায়া করে গড়ে তুলতে চাইছে। আগে নেতারা জনস্বার্থে কাজ করত। এখন তারা ব্যক্তি স্বার্থেই দল বদল করে। নেতাদের চরিত্রের আমূল বদল হল শুধুমাত্র লজ্জা নেই বলে।

জেল খাটা আসামী পূর্বে সমাজে ঠাঁই পেত না। এখন জেলখানা জেন গৌরবের। দলের মন্ত্রীরা জেলে দলের অন্যান্য নেতা–মন্ত্রীদের লজ্জা নেই। এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে– জেলে থাকা নেতাদের যেমন লজ্জা নেই, তেমনি কর্মীদের ও লজ্জা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। লজ্জা বোধ না থাকার জন্য রাজনীতিতে আসা অসম্ভব বলে কিছু নেই। তারা বুক ফুলিয়ে জেলে যায়। উন্নয়নের বিজ্ঞাপন দিতে তারা অস্ত্র হাতে রাস্তা আটকায় বিরোধিদরে। যাতে তারা মনোনয়ন দিতে না পারে।

যে গুন্ডারা প্রতিবেশী অন্যদলের লোকদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে– অস্ত্র হাতে বোমা হাতে ছুটছুটি করছে– সেই তারাই আবার প্রতিবশীর বাড়িতে নিমন্ত্রন খেয়ে আসছে অবলীলায়। শাসক দলের কর্মী, তাই আইনের ভয় নেই। কিন্তু যদি লজ্জার মাথা একেবারে না খেত। তাহলে ভোটদানে বাধা দিতে পারত না। অনেক স্থানে পঞ্চায়েত ভোট করতে দিলেও গুণতে দিল না। প্রশাসন প্রত্যক্ষ মদত দিল। সেই স্বঘোষিত প্রার্থীরা প্রধান সভাপতি হয়ে, সমাজের মাথা হয়ে রইল। এবং সেই থানার ওসি, বিডিও অফিসাররা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসনে বসলেন। লজ্জা আর কোনো

স্তরেই অবশিষ্ট নেই।

লজ্জা মানুষের মনের গভীরে নীরবে কাজ করে– তার বহিঃপ্রকাশ হয় মানুষের আচার আচরনের মাধ্যমে। প্রতিবার ভোট আসে আর বাঙালী ভাবে এইবার হয়তো শান্তিপূর্ন ভোট হবে বাংলায়। কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং। চিত্র আর বদলায় না। অবশিষ্ট ভারতবাসীর কাছে বাঙালী এক কলঙ্কময় লজ্জা। পোষাক হলো শরীরের লজ্জা ঢাকার উপকরণ। কিন্তু হিংস্র মনের নগ্নতা ঢাকার জন্য বাজারে পণ্য বিক্রি হয় না পোষাকে মতো। মনের ক্রিয়াই মানুষের কাজ। তাই মনের হিংস্রতা বাঙালী কিছুতেই দূর করতে পারছেনা। হয়তো বা সচেতন ভাবে তা করতে চাইছে না– কারণ হিংসা করে যদি লজ্জা পেত– তাহলে তা বর্জন করার চেষ্টা করত। লজ্জা নেই। তাই হিংসা বর্জনের কামাই নেই। সন্দেশখালির আন্দোলন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে– প্রশাসন কতটা বেহায়া হতে পারে। শাসক তার ব্যর্থতা মেনে নিয়ে আইন–শৃঙ্খলা মেরামত করে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারত। তারা ছলেবলে কৌশলে চেষ্টা করছে যাতে সন্দেশখালির মা–বোনেদের আন্দোলন বা অভিযোগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। দল–প্রশাসন–সরকার কতটা বেহায়া এমন কাজ করতে পারে? শাসকদল মানছে যে শাহজাহান জমি লুট করেছে। প্রশ্ন শাহজাহানের দমবল এসে বলল তোমার জমিটা আমাদের দিয়ে দাও, আর গরীব মানুষগুলো তাদের বাপ–ঠাকুরদার জমি বিনা বাক্য ব্যয়ে দিয়ে দিল? কেই কি দেয়? সেখানে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারে অত্যাচারিত বাধ্য হয়ে, নিরুপায় হয়ে জমি ছেড়েছে। আর আমরা জানি অত্যাচারের নরম লক্ষ্য হল নারী নিগ্রহ। সেটা যে যথেষ্ট প্রয়োগ হয়েছে এবং তার ভয়েই তারা জমি ছেড়েছে। এ সত্য জানতে খুব কি প্রমানের প্রয়োজন হয়? দু–হাজার টাকায় সন্দেশখালির নারীরা নিজেদের বিক্রি করেছে– যারা বলছে তারা কতটা নিলজ্জ তা আগামীদিনে গবেষনার বিষয় হতে পারে।

বাঙালীর সভ্য সমাজ অন্য কোনো দলের উপর ভরসা করে পারছে না বলে মোমবাত মিছিল বিরত আছে। কিন্তু ব্যপক চাকরী চুরির সত্যতা জানার পরও যারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করে না। তাদের লজ্জা শরম নিয়েও প্রশ্ন উঠতে চাইছে। বাঙালীর অবশিষ্ট লজ্জাটুকু হরণ করে নিল রাজ্যপাল। বাবা কতৃক মেয়ের ধষর্নের মতোও বিরল ঘটনা শোনা যায়। কিন্তু রাজ্যের রাজ্যপাল যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত এবিরল ঘটনা ভারতের ইতিহাসে বিরল। বিধাতা পুরুষ বুঝেছেন যে এমন কোনো বিষয়ে আর অবশিষ্ট নেই যাতে বাঙালী লজ্জা পেতে পারে– তাই বেছে বেছে রাজ্যপাল পাঠিয়েছেন বাংলায়। যিনি বাঙালীর লজ্জার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিলেন।

ভোট রাজনীতির তরী পার করার সেই কান্ডারী কোথায়?

নরেন্দ্রনাথ কুলে

ভোট মানে বাংলায় উত্তেজনা। এ আর নতুন কিছু নয়। উত্তেজনা এমনই যে হিংসাত্মক ঘটনা থেকে মৃত্যুর ঘটনা আজ স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিয়েছে। কেন এমন হল। ভোট আর হিংসা যেন আজ সমার্থক। একসময় লোকসভা ভোট শান্তিপূর্ণ হতেই দেখা যেত। কিন্তু সেই শান্তির চিহ্নমাত্র আজ আর লোকসভার ভোটে দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে আজকের দলীয় রাজনীতির ভোটচর্চা যেভাবে চলছে তা থেকে সাধারণ মানুষের কাছে কিছুই পরিষ্কার হয় কি? রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের দিকে দোষারোপ করা ছাড়া তাদের আর কোন ভূমিকা চোখে পড়ে না। এমনকী চুরি দুর্নীতির ক্ষেত্রেও একই চিত্র। দুর্নীতির কে কম আর কে বেশি এই নিয়েই কাদা ছোড়াছুড়ি। এটাই এখনকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি। মানুষ আজ রাজনীতির এই সংস্কৃতি দেখতে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি–সংস্কৃতির দুরবস্থা কি এমন হতে পারে? এ প্রশ্ন রাজনৈতিক নেতাদের যেমন নেই, তেমন আবার মানুষও আজ তা ভাবতে পারছে না। অথচ রাজনীতি রাজার নীতি। উচ্চ সংস্কৃতির নীতি। উচ্চ হৃদয়বৃত্তির নীতি। এক আদর্শের নীতি। আদর্শের লড়াই শব্দটি ভোটযুদ্ধের ময়দানে একেবারেই আজ অনুপস্থিত। রাজনীতির সংস্কৃতি যদি সুস্থ না হয় তাহলে সমাজ, মানুষ ও দেশ কিভাবে ও কোথায় পৌঁছতে পারবে? এ প্রশ্ন নিয়ে কেউ ভাবিত কিনা তা নিয়ে কোন দল আজ উদ্বিগ্ন?

আসলে রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য কী? কোন ছাত্রকে যদি তার জীবনের লক্ষ্য কী– প্রশ্ন করা হয়, তার উত্তরে তারা সকলেই পেশাগত লক্ষ্যে পৌছোনোর কথাই সাধারণত বলে, সাধারণত তা শেখানোও হয়। সেই লক্ষ্য পূরণে চলে তাদের নিরলস চর্চার প্রয়াস। রাজনীতির ক্ষেত্রে দলীয় কর্মকাণ্ড লক্ষ্য একটাই ভোটে জয় লাভ করা। আর তার জন্য ভোট অঙ্কের সরল সমীকরণে আর সমাজ, দেশ ও মানুষের জন্য শুধু সেবায় নিবেদন থাকে না। থাকে কেবল তা কথায়। ক্ষমতাসীন দলের ক্ষেত্রে সেই কথার মধ্যে নির্লজ্জতা বলে কিছু থাকে না। গলা ফুলিয়ে তারা তাদের সেবার খতিয়ান দিয়ে যায়। সেই খতিয়ানে মানুষের জন্য সেবা নিবেদনের নামে নানা কৌশল আজ মানুষের কাছে একেবারেই অবিদিত নয় তা বলা যায় না। আর সেই কৌশলে থাকে দল ও নেতৃত্বের নিছক রাজনৈতিক পেশা সমৃদ্ধ করার কৌশল, ভোটে জেতার কৌশল।

রাজনৈতিক আদর্শ বলে কিছু না থাকলে কেবল ভোটে জেতার জন্য কৌশল ছাড়া আর কী থাকতে পারে। আসলে আজকের দিনে রাজনীতি এখন পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সম্পর্কে ওপেন সিক্রেট কথাটাও অচল হয়ে যায়। পেশাগত ব্যাপার মানেই তো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। যা সবসময়ই আইন মাফিক। কিন্তু সুযোগ সুবিধার স্তর যদি আইন বহির্ভূত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই পেশার আদর্শ বলে কিছু থাকে না। বর্তমান রাজনীতি যেভাবে চোখে পড়ে সেখানে আদর্শগত বিষয় বলে সচরাচর চোখে পড়ে এমন কথা বলা যায় না । বা কোথাও থাকলেও হয়তো চোখ এড়িয়ে যায়। কিংবা রাজনীতির প্রকৃত চর্চা না থাকলে আদর্শ রাজনীতি চোখে পড়ে না।

রাজনীতির প্রকৃত চর্চা আজ কে করছে? বড় দল বলে মানুষের কাছে যাদের পরিচিতি ঘটেছে তাদের নেতৃত্বের মুখের ভাষা থেকে সর্বপ্রকার চালচলন বলে দেয় তাদের রাজনৈতিক চর্চা কোন দিকে? এমনকী দল নির্বিশেষে নেতৃবৃন্দের পরস্পরের প্রতি সৌজন্যবোধ বস্তুটিও আজ বিরল। রাজনীতির এই পরিবেশ আজ কেন এমন হল। এমন একসময় ছিল ভোট রাজনীতি তার প্রয়োজনে কখনোসখনো প্রচ্ছন্নভাবে গুন্ডা–বদমায়েশ–মাফিয়া–খুনেদের ব্যবহার করত। আর আজ গুন্ডা–বদমায়েশ–মাফিয়া–খুনেরা তাদের প্রয়োজনে খোলাখুলিভাবে রাজনীতিকে ব্যবহার করছে। রাজনীতির এই গতিপথে মানুষের জীবন জীবিকা ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। এ বিষয় আজ কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

রাজনীতির এই গতিপথে আর একটি চর্চা প্রকটভাবে চলছে। সেটা হল ধর্মীয় চর্চা। তবে রাজনীতি সরাসরি ধর্ম চর্চা করছে না ঠিকই। কিন্তু রাজনীতি তথা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের প্রয়োজনে ধর্মকে পরিষ্কারভাবেই ব্যবহার করছে। এখনকার এই রাজনৈতিক পরিবেশে ধর্মীয় বিভাজনের বাতাবরণ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। উন্নত সংস্কৃতির বাংলাও আজ এই বিভাজনের রোগে রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। এই বাংলার বুকে ধর্মীয় সংগঠন রাজনৈতিক দলের হয়ে ভোট

ভিক্ষা করছে। রাজনীতি সম্পর্কিত ধর্মীয় সংগঠন মিছিল করছে। বাংলার এই রাজনীতি চর্চা বাংলার উন্নত সংস্কৃতির চর্চার পরিচয় বলে রাজনীতির মানুষেরা কি মনে করেন? বাংলার চিন্তাজগৎ একদিন সারা দেশ সহ সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে। সেই জগতের নক্ষত্র বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথমেই মনে আসে। আজকের বাংলার মানুষ তাঁদের উত্তরসূরী বলে কি গর্ব করতে পারে! আসলে বাংলা এই মানুষদের শুধু স্মরণ করে আসছে। কিন্তু তাঁদের চর্চা আজও সেভাবে যে হয়নি, রাজনীতির এই পরিবেশ সে কথাই বলে।

তাছাড়া ধর্ম ও রাজনীতি যে পুরোপুরি পৃথক সত্তা, তা নেতাজি, শরৎচন্দ্র এমনকী গান্ধীজী সকলেই সে কথা বলেছেন।

গান্ধীজী বলেছিলেন, ..ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়, রাজনীতির সঙ্গে তার কোন ও সম্পর্ক নেই। নেতাজী বলেছিলেন, ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের বিষয় হওয়া উচিত, ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে তাহা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু ধর্মীয় কিংবা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়, ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা। শরৎচন্দ্র দেশসেবাকেই ধর্ম হিসেবে চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়, দেশসেবা জিনিসটা যতদিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। একথা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি। আবার ধর্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনই ঘটে বিপদ। এই বিপদ শুধু বাংলায় নয় দেশজুড়ে তার ইঙ্গিত বয়ে বেড়াচ্ছে। সেই ইঙ্গিত বিবেকানন্দ আগেই দিয়েছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, যখন তত্ত্বসমূহ সর্বতোভাবে উপেক্ষিত হয়, এবং ভাবাবেগ প্রবল হইয়া ওঠে, তখন গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়, এবং ওই অবস্থায় ধর্ম এবং দলীয় রাজনীতি ও অনুরূপ বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। তখন ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের মনে অতি উৎকট ও অন্ধ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং হাজার হাজার মানুষ পরস্পরের গলায় ছুরি দিতেও দ্বিধা করে না। স্বামীজির এই সতর্কবাণী আমাদের চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে না। বিষয় করে তুলি না। অথচ আমাদের সংস্কৃতি অনেক উন্নত বলে গর্ব করি! এই গর্ব এক লহমায় ধুলিসাৎ হয়ে যায় যখন আজকের রাজনীতির চর্চায় উঠে আসে ধর্মীয় বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষই হল মানুষের শত্রু যা রাজনীতির হয়ে কাজ করে। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণের কথা বলতে হয়। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা আমাদের শত্রু নয়। শত্রু আমাদের অন্তরে –তাহল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ। আজকের নোংরা রাজনীতি এই শত্রু–বিদ্বেষ'কে জাগিয়ে শুধু দেশ নয় বিশ্ব নয় মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করায় খেলায় মেতে উঠেছে। এমন অবস্থায় নজরুল ইসলামের সেই কান্ডারী কোথায়, যাঁকে হুঁশিয়ার দিয়ে বলা যায়, অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানেনা সন্তরণ/ কান্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ !/ হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?/কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

রেমালে উপকৃত ‘শস্যগোলা’, স্বস্তিতে চাষিরা

দেবাশিস রায় : রেমালের ভয়ংকর তাণ্ডবের কবল থেকে কার্যত রক্ষা পেল রাজ্যের ‘শস্যগোলা’ পূর্ব বর্ধমান জেলা। ফলে, মোটের ওপর স্বস্তিতে চাষিরা।

বিধ্বংসী সাইক্লোন রেমালের কারণে সোমবার দিনভর ঝড়বৃষ্টিতে রাজ্যবাসী নাকাল হয়েছে। এই ঘূর্ণিঝড়ের ভয়ংকর হামলায় মৃত্যু হয়েছে অনেকেরই। একাধিক নদীবাঁধ সহ অসংখ্য ঘরবাড়ি ভেঙেছে। ক্ষেতের ফসল সহ মাছের ভেড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অসংখ্য গাছপালা সহ বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি উপড়ে পড়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল। তবে, এত বিপর্যয়ের মধ্য থেকে এযাত্রায় মোটের ওপর রক্ষা পেয়ে গেল পূর বর্ধমান জেলা।

রেমালের কারণে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মেমারীতে দুই জনের মৃত্যুর ঘটনা ছাড়া আর বড়ো ধরনের কোনও অঘটন ঘটেনি। এমনকী, জেলাজুড়ে কৃষিক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কোনও খবর মেলেনি। শুধুমাত্র নিচু এলাকায় রেমালের কারণে বৃষ্টির জমা জলে কিছু কিছু সবজি খেত ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও তা প্রতিরোধ করা দুরূহ ব্যাপার নয়।যদিও এবারে জেলাজুড়ে আমের ফলন তুলনামূলক যথেষ্টই কম এবং সেভাবে লিচুর চাষ হয় না তাই এই দুই ক্ষেত্রেও রেমালের কারণে ক্ষতি উল্লেখযোগ্য নয়।

তবে, রেমালের প্রভাবে জেলার কৃষিক্ষেত্র বেশ খানিকটা উপকৃত হয়েছে।বিশেষ করে তিল এবং পাটচাষ সহ একাধিক সবজির খেত এই বৃষ্টিটা দারুণভাবে সহায়ক হয়েছে। এতে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাবে।

তাছাড়াও পরবর্তী ধান সহ একাধিক ফসলের কৃষিজমি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সুবিধা হবে।স্বয়ংক্রিয় মেশিনের সাহায্যে আমন ধান কেটে নেওয়ার পর জমিতে যে অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ ধানচারার গোড়া পড়ে ছিল সেইসব এই বৃষ্টিতে পচে প্রাকৃতিক সারে পরিণত হবে এবং তা মাটিতে মিশে গিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম। ফলে, পরবর্তী ফসল চাষের ক্ষেত্রে চাষিরা নিঃসন্দেহে কিছুটা বাড়তি সুবিধা লাভ করবেন। ভাতার ব্লক কৃষি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার সোমনাথ দে বলেন, রেমালের হানার পর মঙ্গলবার বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করা হয়েছিল। সেভাবে ফসলের ক্ষতি চোখে পড়েনি।এখানে গভীর নিম্নচাপের বৃষ্টিপাত হয়নি। সাধারণ বৃষ্টিপাতের ফলে তিল, পাটের বেশ উপকার হয়েছে এবং ভিজে মাটি, ট্রাক্টরে চাষ করার সুবিধা হবে।

তাছাড়া মেশিনে ধান কাটার পর মাঠে পড়ে থাকা খড় এই বৃষ্টির জলে পচন ধরায় জৈব সার সৃষ্টি করবে এবং মাটির প্রভূত উপকার হবে। তবে, এই বৃষ্টির কারণে নিচু জমিতে যাতে জল জমে না থাকে এবং ঝিঙে, শশা, পটল, বেগুন, লঙ্কা প্রভৃতি সবজি সহ বিভিন্ন শাকের খেতগুলি যাতে ছত্রাকজনিত রোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। তবে ভেণ্ডি অর্থাৎ ঢেঁরশের জমি বেশ খানিকটা জল সহনশীল সবজি।তাই এক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনাও অনেকটাই কম।

সুন্দরবনে বিষমুক্ত জৈব গ্রাম হবার লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে ভার্মিকম্পোস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : সুন্দরবন কৃষি প্রধান এলাকা। আর এই সুন্দরবনে গড়ে উঠছে বায়ো ভিলেজ, তৈরি হচ্ছে জৈব সার ভার্মিকম্পোস্ট। সুন্দরবনের রায়দীঘি বিধানসভার পূর্ব ও পশ্চিম জটার বায়ো ভিলেজে কৃষকদের ভার্মিকম্পোস্ট পিট সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় একটি সংস্থার উদ্যোগে।

জমির স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন করার লক্ষ্য এই প্রকল্পে হাত দিয়েছে স্থানীয় একটি সংস্থা। সেজন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণের পর তৈরি করা হয়েছে প্রায় ৭৫০টি ভার্মিকম্পোস্ট পিট। এই ভার্মিকম্পোস্ট পিটগুলি হল, একটি জায়গাকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়,সেখানে পচনশীল বর্জ্য ফেলে এই পিট তৈরি করা হচ্ছে। কৃষকরা তাঁর জন্য নিজেদের জায়গাকে ব্যবহার করছে। এর থেকে সার তৈরি করতে সময় লাগছে পাঁচ থেকে ছয় মাস। এরপর সেই সার নিজেদের জমিতেই ব্যবহার করছে কৃষকরা। বায়ো ভিলেজের মধ্যে এই কাজ করা হচ্ছে।

কৃষকদের মধ্যে কেউ কেউ খুলিতে কেঁচো সার চাষ করছে। এগুলি কৃষকরা ব্যবহার করে বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন করছেন।

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই পিট থেকে উৎপাদিত সার বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা। এই বায়ো ভিলেজ ভবিষ্যতে মডেল গ্রাম হিসাবে গড়ে উঠবে এ নিয়ে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।স্থানীয় আয়োজক সংস্থার সদস্য সৌরভ কয়াল বলেন, তাঁদের ইচ্ছা বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন করা।আর সেই লক্ষ্যেই তাঁরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।আর সুন্দরবনের কৃষকরা এই জৈব চাষের দিকে বেশি নজর দেওয়ায় আগামীদিনে রাসায়নিক মুক্ত জৈব চাষের ফসল খেতে পারবো আমরা।আগামী দিনে জৈব গ্রাম হবার লক্ষে এই ভাবে এগোতে চায় স্থানীয় এই জৈব চাষে চাষিদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সংস্থা।

জলমগ্ন হাওড়া শহরের প্রাণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : গত ২৬ মে থেকে সোমবার পর্যন্ত টানা একনাগারে বৃষ্টিতে হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোড, টিকিয়াপাড়া, বাইপাস, বেলিলিয়াস রোড, বেলেলিয়াস লেন, কদমতলাসহ পাড়ার ভেতরের সব রাস্তাই থাকে জলের তলায়। এছাড়াও রামরাজাতলার রামমন্দির থেকে রামরাজাতলা স্টেশন ও সাঁতরাগাছি মোড় পর্যন্ত রাস্তা ছিল জলমগ্ন। দুর্দশা অবসানে হাওড়া কর্পোরেশন নির্বিকার। প্রত্যেক বছর হাওড়ার অধিবাসিবৃন্দ বর্ষার সময় করুণ অবস্থার মধ্যে বসবাস করে। প্রত্যেক বছর অন্তত ৪ থেকে ৫বার এই সংবাদ সরকারের সামনে আনা হলেও প্রশাসন কোনো উদ্যোগ নেয় না।

প্রতিক্ষালয়ের দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : অঙ্কুরহাটি বাস স্ট্যান্ডে নেই কোনো প্রতিক্ষালয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বাস স্ট্যান্ডে প্রতিক্ষালয় না থাকায় বর্ষার সময় দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া উপায় নেই। আবার প্রখর রৌদ্রের দাবদাহ মাথায় নিয়ে বাসের প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা। এই অঙ্কুরহাটি বাস স্টান্ড হল চারদিক থেকে রাস্তার সংযোগ স্থল। নিত্যযাত্রীদের দাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে যত দ্রুত প্রতিক্ষালয় তৈরি করে এই অবস্থা থেকে মুক্তির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করা। এখন দেখার মুক্তির জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হয়।

বিজেপির প্রতি বাংলার ভালবাসা তৃণমূলের চক্ষুশূল : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : বুধবার শেষ দফার ভোট প্রচারে সুন্দরবনের কাকদ্বীপে এসে তৃণমূলকে কড়া ভাষায় প্রধানমন্ত্রী বললেন, দেশ তথা বাংলার উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী যা করেন, তাতে বাধা দেওয়াই তৃণমূলের একমাত্র অস্ত্র। এদিন নরেন্দ্র মোদী বলেন, তৃণমূল এবং ইন্ডিয়া জোট বাংলাকে উলটো পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিজেপির প্রতি বাংলার ভালোবাসা তৃণমূল সহ্য করতে পারছে না। সেই জন্য ওরা খেপে গিয়েছে। কী সব বলে। বাংলার প্রতি তৃণমূলের ঘৃণা দেখতে পাওয়া যায়। ওদের কাছে একটাই অস্ত্র, এটা হতে দেবে না। বিকাশের জন্য মোদী যা করে, তৃণমূল বলে সেটা হতে দেবে না। বিভিন্ন প্রকল্পে কাটমানির অভিযোগ তুলে মোদী এদিন তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। তিনি আরো বলেন, আমরা সত্তরোর্ধ্বদের জন্য আয়ুষ্মান প্রকল্প এনেছি। কিন্তু তৃণমূল বলছে, বাংলায় হতে দেবে না। কেন্দ্রীয় সরকার মৎস্যজীবীদের এত যোজনা চালাচ্ছে। কত টাকা দিয়েছি। কিন্তু তৃণমূল সেই সব যোজনা হতে দেয়নি। তৃণমূলের মানুষের জন্য কোনও সহানুভূতি নেই। শুধু ওদের তোলাবাজ এবং কাটমানি নিয়েই যত ভাবনা।

প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা কথার উত্তর দিতে এসেছি : মমতা

জাহেদ মিস্ত্রী, বারুইপুর : আমি প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা কথার উত্তর দিতে এসেছি। ক্ষমতা থাকলে চ্যালেঞ্জ করে দেখাক। ওবিসি ক্যানসেল করিয়েছেন মোদী, নাম করেই তাকে কটাক্ষ করলেন মমতা। মিথ্যা ধ্যান করেন। উনি দেবতার থেকেও বড় দেবতা, তাই উনি ধ্যান করবেন। জগন্নাথ দেব নাকি ওনাকে গুরু মানতেন। উনি নাকি ঈশ্বরের দূত? ঈশ্বরের দূত খুন করে? চাকরি কেড়ে নেয়? ঈশ্বরের দূত ওবিসি কেড়ে নেয়? উনি যদি বুনো ওল হন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘা তেতুল। এদিন সংবাদ মাধ্যমকেও আক্রমণ করেন তিনি। টাকার বিনিময়ে প্রমোশন করছে মোদীর। এত বড় মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী আমি কোথাও দেখিনি। সাইক্লোনের কোনও খবর পর্যন্ত নেয় নি। এত মিথ্যা বললে দেশ কী শিখবে? বাচ্চারা কী শিখবে? আমরা ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করবো। তাদেরকে জেতাবো। কিন্তু দয়া করে ভোট সিপিএম কংগ্রেসকে দিয়ে নষ্ট করবেন না। আমরাই পারি বিজেপিকে উৎখাত করতে, আমরা সে কাজ করবো। বাঁধের জন্য কোন টাকা দেয়নি কেন্দ্র সরকার।

প্রচার মাধ্যমের কোপে ক্রুশবিদ্ধ ছোট–বড় বৃক্ষ, প্রশাসন নির্বিকার

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে পরিবেশবিদদের মাথাব্যথা থাকলেও মাথাব্যথা নেই জনসাধারণ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলির নেতা –নেত্রী,ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন পূজা কমিটি, সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলির। ‘একটি গাছ একটি প্রাণ’ এক সময়ে এই শ্লোগানটি ছিল বৃক্ষের প্রতি যত্নবান হওয়ার একমাত্র শিরোনাম। তারপর এল ‘একটি শিশু বৃক্ষ একটি শিশুর সমান’। একটি শিশুকে যেমন যত্ন করে লালন –পালন করা হয়, তেমনি একটি শিশু বৃক্ষকে আদর যত্ন করে বড় করতে হয়। এই সহজ কথাটা সাধারণ মানুষ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির নেতা –নেত্রী,কর্মী – সমর্থক থেকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক, ক্লাব –প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন পূজা কমিটির কর্তা ব্যক্তিরা বুঝতেই চায় না। এমনকী সরকারি উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ উৎসব ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করা হয়। সরকারি নিয়মে বন দফতরের কঠোরভাবে নির্দেশ আছে ছোট বড় কোনো গাছ

কাটা যাবে না। ছোট – বড় কোনো গাছে পেরেক সেঁটে তাকে কোনো প্রচার মাধ্যমের হাতিয়ার করা যাবে না অথচ বাস্তব চিত্রটা অন্যরকম। সরকারি নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যত্রতত্র গাছ কাটা যেমন হচ্ছে, তেমনি কোনো নিয়ম না মেনেই সড়ক পথে ধারে,গ্রামগঞ্জের মূল সড়ক পথের ধারে,পাড়ায় পাড়ায় ভিতরের রাস্তার ধারে ছোট – বড় গাছের গায়ে বিভিন্ন সাইন বোর্ড, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা বড় বড় পেরেকে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে। এই কাজগুলি যেমন বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, পূজা কমিটি সাংস্কৃতিক সংগঠন, সরকারি বিদ্যালয়, বেসরকারি বিদ্যালয়, ব্যবসায়িক বিদ্যালয় করছে এর পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি রাস্তার ধারের গাছ কাটছে , তাদের দলীয় প্রচারের জন্য দলীয় পতাকা, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ফ্লেক্স ছোট – বড় গাছগুলিতে বড় বড় পেরেক সাঁটিয়ে টাঙিয়ে দিচ্ছে। এখন চলছে ভারতবর্ষ ব্যাপী নির্বাচনী উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষ্যে শাসক দল থেকে বিরোধী দলগুলির প্রচার মাধ্যমের কোপে পড়েছে ছোট –বড় সমস্ত বৃক্ষ। শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলের সড়ক পথ থেকে গ্রামীণ রাস্তা , পাড়ার অলি গলিতে থাকা ছোট – বড় বৃক্ষগুলির দিকে তাকালে একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ছোট –বড় বৃক্ষগুলি ক্রুশবিদ্ধ। এক একটি গাছে আগে দেখা যাচ্ছিল ৩ থেকে ৪ টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান,ক্লাব প্রতিষ্ঠান, পূজা কমিটি পেরেক সাঁটা সাইন বোর্ড, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স ছিল। এখন এর পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির ৮ থেকে ১০ টি ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স, দলীয় পতাকা বড় বড় পেরেক সেঁটে টাঙানো হয়েছে ।এমন দৃশ্য বড়ো বেদনাদায়ক। সরকারি নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে সেই নির্দেশ রক্ষা করা ও আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যাদের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি,মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমাশাসক, জেলাশাসক, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, মহকুমা পুলিশ সুপার, জেলা পুলিশ সুপার,বন দপ্তরের আধিকারিক কারো কোন উদ্যোগ নেই। এমনকী শাসক দল থেকে বিরোধী দলগুলি ও সরকারি নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত গাছ গুলিতে যথেচ্ছভাবে পেরেক সেঁটে সাইন বোর্ড, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স, দলীয় পতাকা টাঙানো হয়েছে সেই সমস্ত গাছগুলি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মৃত্যু হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমস্ত বৃক্ষপ্রেমী সংগঠনগুলিকে একত্রিত হয়ে জনসাধারণকে এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করে সরকার ও প্রশাসনিক দপ্তর যাতে কঠোর হয় সেই জন্য লাগাতার বৃহত্তর আন্দোলন করতে হবে জানালেন পরিবেশ প্রেমী ও পরিবেশ সচেতক কর্মী শুভ্রদীপ ঘোষ, গ্রীণ চেন মুভমেন্টের প্রদীপ রঞ্জন রীত,সায়ন দে, শিক্ষক রাজদূত সামন্ত,শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত সোনামুই সাবালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুণকুমার পাত্র।

হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অরাজকতা চলছে : অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, আগের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। সেই টাকা তছরুপ হয়ে গেছে। উপাচার্যের বেতন হিসেবে রাখা টাকাও উধাও হয়ে গেছে। এ নিয়ে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের পর থেকে শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে, পি আর ঠাকুর সরকারি কলেজের অফিসার ইনচার্জকে কেবল কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন উপাচার্য কাজে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু, অভিযোগ উঠেছে যে, তিনি সেই পদের অপব্যবহার করে উপাচার্যের মতো আচরণ করে চলেছেন।

অভিযোগ,বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কলেজের ভিতর ক্লাস করতে দেন না এই টিচার ইনচার্জ। বদলে বাইরে সাইকেল গ্যারেজে টিনের চালা দিয়ে ক্লাস রুম করে দিয়েছেন। এই গরমে ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে ক্লাস করতে পারবে না বলে জানানোর পর এখন কলেজের ভিতরে ক্লাস করতে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তবে তা অনিয়মিত। যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা ওই টিনের চালার ঘরেই হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনওরকম নিয়োগ করা যাবে না, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও টিচার ইনচার্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেআইনিভাবে কয়েকজনকে নিয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ। বিভিন্ন বিভাগে সিনিয়র গেস্ট লেকচারারদের সরিয়ে দিয়ে নিজের পছন্দ মতো যোগ্যতা বিহীন লোকদের বসিয়েছেন বলেও অভিযোগ। সংস্কৃত নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন এমন এক গবেষিকাকে সাংবাদিকতা বিভাগে পড়াতে দিয়েছেন। প্রাইমারি স্কুলের এক শিক্ষককেও সাংবাদিকতা বিভাগে পড়ানোর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছেন।

ছাত্র–ছাত্রীদের অভিযোগ, বর্তমান অফিসার ইনচার্জ ২০১৩ সাল থেকে এই কলেজে রয়েছেন। সরকারি কলেজ হলেও ওনার বদলি হয় না। এই কলেজ এমনই কলেজ যেখানে সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস হয়। ওনার দৌলতে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা অনিয়মিত ভাবে কলেজে আসেন। কলেজের পঠন পাঠন রোজ হয় না। যে অফিসার ইনচার্জ একটি কলেজ সামলাতে পারেন না তাকে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কেন দেওয়া হল সেই প্রশ্ন উঠেছে। সমস্ত বিষয়টি নিয়ে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র– ছাত্রীরা আচার্য তথা রাজ্যপালকে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। সেই চিঠির প্রতিলিপি রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীকেও দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে এতসব অভিযোগ সেই টিচার ইনচার্জ অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তিনি সাংবাদিকদের ফোন ধরেন না।

সব থেকে টাফ ম্যাচ

প্রথম পাতার পর

আর এই জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়(বয়স : ৩৬ বছর)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৯ শতাংশ (+ ৯৪,৭০,২৪৩ টাকা)। এবার আসি কলকাতা মহানগরে কলকাতা দক্ষিণ সংসদীয় লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের এবারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান বরিষ্ঠা সাংসদ মালা রায়(বয়স : ৬৬ বছর)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০,৮৮,৬৯১ টাকা। আর এই কেন্দ্রেরই প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী বর্তমান রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের এই দলেরই সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী(বয়স : ৫২ বছর)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫৫ শতাংশ(+ ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৪০০ টাকা)। এবার আসি কলকাতা উত্তর সংসদীয় লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান বরিষ্ঠ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়(বয়স : ৭৫ বছর)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৯ শতাংশ(২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৫২ টাকা)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যের বর্তমান ৩২ জন সাংসদ পুনরায় এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। এদের মধ্যে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৮ জন। এবার আসি, সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচনে রাজ্যের যে তিন বর্তমান বিধায়ক এবারের লোকসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেমেছেন, তাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বর্তমান বনগাঁ দক্ষিণ(৯৬) কেন্দ্রের বিজেপি দলের বিধায়ক স্বপন মজুমদার(বয়স : ৪১ বছর)। গত আড়াই বছরে এই বর্তমান বিধায়কের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১১৫ শতাংশ(+ ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ২১ হাজার ৯৩০ টাকা)। এই জেলারই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান হাড়োয়া(১২১) কেন্দ্রের তৃণমূল দলেরই বিধায়ক সেখ নুরুল ইসলাম(বয়স : ৬১ বছর)। গত আড়াই বছরে এই বর্তমান বিধায়কের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২ শতাংশ(+ ৩৯,১৪,৭২৩ টাকা)। এবার আসি কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের এবারের বিজেপি প্রার্থী বর্তমান বরানগর(১১৩) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়(বয়স : ৬৮ বছর)। গত আড়াই বছরে এই প্রাক্তন বিধায়কের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ শতাংশ(+ ৪৪,৭০,৭২৮ টাকা)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যের বর্তমান ১৭ জন বিধায়ক এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। এদের মধ্যে ১০ জন তৃণমূল কংগ্রেসের আর বাকি ৭ জন বিজেপি দলের।

এবার দেখে নেওয়া যাক, সপ্তম দফায় যে ৭ জন সাংসদ পুনরায় সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাদের লোকসভা অধিবেশনে উপস্থিতি কেমন? সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশনে গত পাঁচ বছরে এইসব সাংসদদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন সংখ্যা কার ক’টি? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের সপ্তদশ লোকসভায় অধিবেশনে বসে মোট ২৭৩ দিন। তাতে কলকাতা উত্তর শহরতলির দমদম কেন্দ্রের সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায় উপস্থিত ছিলেন সর্বমোট ২২৫ দিন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায়ের সওয়া দু’শ দিনের উপস্থিতিতে সংসদে বিবিধ বিষয়ে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন ৩২৪ টি। বারাসত কেন্দ্রের আরেক তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘ অভিজ্ঞ সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার সাংসদ প্রায় ১৫০ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদ প্রশ্ন করেছেন মাত্র একটি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল সংসদে ২১৯ দিন উপস্থিত থেকে একাধিক বিষয় নিয়ে ১৫৮ টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে মাত্র ৪০ দিন(অধিবেশনে উপস্থিতির হার ১৪.৭ শতাংশ) উপস্থিত থেকে সাংসদে একাধিক বিষয় নিয়ে শেষ পাঁচ বছরে ৮১ টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এবার কলকাতা পৌর এলাকার দুই লোকসভা কেন্দ্রে আসা যাক। এই মহানগরের কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান সাংসদ মালা রায় সংসদে ১১৮ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদ একাধিক বিষয় নিয়ে শেষ পাঁচ বছরে প্রায় দু’শটি মোট ১৮৯ টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং কেন্দ্রেই এবারের বিজেপি প্রার্থী বর্তমান রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী সংসদে ১৫১ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদ একাধিক বিষয় নিয়ে সর্বমোট ১৭২ টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আর কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের বরিষ্ঠ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে ২০০ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদে গত পাঁচ বছরে একটিও প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। এই হল সাংসদদের শেষ পাঁচ বছরের সংসদীয় কার্যক্রম।

ভারতে দুর্নীতির ভবিষ্যৎ কী

প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী হলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুরু হল দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। নোটবন্দি, ডিজিটাল লেনদেন, দেশ জুড়ে ইডি, সিবিআই–এর অভিযান। একদিকে ‘না খায়েঙ্গা না খানে দুঙ্গা’ স্লোগান তুলে প্রধানমন্ত্রী ডাক দিয়েছেন ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ করার অন্যদিকে সরকারের বয়স যত বেড়েছে তত তীব্র হয়েছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত। এই দুর্নীতিরোধ অভিযানই এবারের লোকসভা নির্বাচনের মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তদন্তের তীব্রতা এমনই যে নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত দল এক যৌথ মঞ্চ গড়ে এবারের নির্বাচনী লড়াইতে নেমে পড়েছে। ফলে এবারের দুর্নীতি কেন্দ্রিক ভোট প্রচার ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে একেবারে নয়া অধ্যায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির ভোট প্রচারকরা এবারের অভিনব প্রচারে লাগাতার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের সমর্থনে বক্তব্য রেখে গিয়েছেন। এমনকি ফের ক্ষমতায় আসলে আরও কড়া পদক্ষেপের আশ্বাসও দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন ফল প্রকাশের পর কোনো দুর্নীতিগ্রস্থ বাইরে থাকবে না।পাশাপাশি বিরোধী নেতারাও পাল্লা দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকে বিরোধীদের প্রতি প্রতিহিংসা বলে প্রচার করেছেন যৌথ মঞ্চে জড় হওয়া বিরোধী দলের ভোট বক্তারা। তারা ক্ষমতায় এলে এসব তদন্ত বন্ধ হবে বলেও প্রকাশ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন। অতএব বলাই যায় চিট ফান্ড থেকে নিয়োগ থেকে আবগারি থেকে পাচার সহ যত দুর্নীতির তদন্ত বর্তমানে ভারতে চলছে তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আগামী ৪ জুনের ফলাফলের উপর। যদি এনডিএ ফের ক্ষমতায় ফেরে তাহলে তদন্তের গতি যে আরও তীব্র হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর যদি ইন্ডি জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতা দখল করে তাহলে যে চলতে থাকা তদন্তগুলি পথ হারাবে তাও বলা বাহুল্য। আর এই দুইয়ের মাঝে ফলাফল ত্রিশঙ্কু হলে দুর্নীতির তদন্তের চেয়ে বড় হয়ে উঠবে সমর্থন দেওয়া নেওয়ার সমীকরণ। ভারতের বহু ছোটখাটো দল যারা ৪০, ৪২, ৪৫ আসনে প্রার্থী দিয়েছে তারা যে তখন ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে দর কষাকষিতে মাঠে নেমে একের পর এক দুর্নীতির তদন্তকে ব্ল্যাকমেলের হাঁড়িকাঠে চড়াবে তা বুঝতে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না। ইতিমধ্যে এমন ইঙ্গিত যে মিলছে না তাও নয়। অনেকেই বসে আছে বাইরে থেকে সমর্থনের বিনিময়ে ফায়দা তোলার জন্য। তাদের কাছে ত্রিশঙ্কু ফলাফলই প্রথম পছন্দের। অতএব এবারের নির্বাচনের ফলাফল গত নির্বাচনগুলির চেয়ে একেবারে আলাদা মাত্রা বয়ে আনবে ভারতবাসীর জীবনে। যে দুর্নীতি মুক্ত ভারতের স্বপ্ন ভারতবাসী দেখে এবার তার অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষাই বলে দেবে ভারত দুর্নীতি মুক্ত হতে চায় কি চায় না। দুর্নীতির আগামী সূচকও নির্ভর করছে এবারের ফলাফলের উপর।

বেআইনি নির্মাণ ভেঙে মৃত ২

প্রথম পাতার পর

চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহতদের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়। এদিকে, এমন ঘটনায় ক্যানিং–বারুইপুর রোডে বিরাট যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় জেসিবি গাড়ি দিয়ে বেআইনি নির্মাণ রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। ক্যানিং–বারুইপুরের রাস্তার নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে। তার পাশে তৈরি করা হচ্ছে চওড়া ড্রেন। ড্রেনের পাশেই সরকারি জায়গার উপরেই তৈরি হচ্ছে একের পর এক দোকান আর বহুতল বাড়ি। ইতিমধ্যেই সেইসব দোকান বাড়িগুলি নির্মাণ কাজও চলছে দ্রুত গতিতে। ভোটের সময় হওয়ায় সেদিকে নজর দেয়নি প্রশাসনও। এর ফলে বেড়েই চলেছে সেই সমস্ত বেআইনি নির্মাণ কাজ। আর সেই নির্মাণ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লে ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয় এবং আহত হয় ৪ জন।

উন্নয়নের কাছে পরাস্ত রেমাল

প্রথম পাতার পর

সেভাবে হয়নি উত্তর দিক দিয়ে ঝড়টি বেরিয়ে গেছে। সেভাবে কোন পানের বরজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সামান্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তবে সেটা খুবই নগণ্য। আমাদের এখানে ৯৯% বাড়ি সরকারি আবাস যোজনার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। ২৫৪ জনের বাড়ি বাকি আছে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সেটা সম্পন্ন হয়ে যাবে। ঘোড়ামারা দ্বীপে সরকারিভাবে মিলন তীর্থ হাই স্কুলের কাছে একটি সাইক্লোন সেন্টার আছে। এছাড়াও জামশেদপুর রোটারি ক্লাব রায় পাড়ায় একটি সাইক্লোন সেন্টার করে দিয়েছে যেখানে ৫০০ থেকে ৮০০ জন লোক থাকতে পারে। খাট খোলার কাছে প্রাথমিক বিদ্যালয়েও বেশ কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছিল। যার ফলে কোন মানুষেরই কোন ক্ষতি হয়নি ঘোড়ামারা দ্বীপে। সঞ্জীব বাবু বলেন, সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা এবং বিডিও কানাইয়া কুমার রাও ২৪ ঘণ্টা আমাদের দ্বীপ নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। ওনাদের সহযোগিতা ভোলার নয়। প্রসঙ্গত রেমাল ঘূর্ণিঝড় যে আঁচড় কাটতে পারল না ঘোড়ামারা দ্বীপে, সেটা দেখে এটা বলাই যায় উন্নয়নের কাছে হেরে গেল প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

মহানগরে

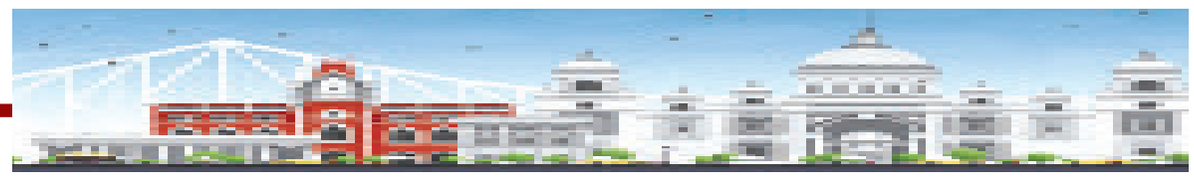

ক্ষমতার ৭ গুণ বেশি বৃষ্টি জল জমাই স্বাভাবিক

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার শুখা ও বর্ষা মরশুমের জল নিকাশি ব্যবস্থাপনার বর্ষার জমা জল বের করার যা ক্ষমতা, ২৭ মে বিকেল চারটে কলকাতায় রেমালের ঝড় বৃষ্টি থামার আগে পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে তার সাড়ে সাত গুণ। কলকাতায় রবিবার ২৬ মে'র দুপুর থেকে সোমবার ২৭ মে বিকেল চারটে রেমালের ঝড়বৃষ্টি চলে। এক অবিশ্রান্ত মুষলধারায় ভিজেছে কলকাতা মহানগর। আর এই তোলপাড় করা অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কলকাতার সর্বত্র।

কলকাতা পৌরসংস্থা নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ জানান, ঘন্টায় কমবেশি ২০ মিলিমিটার বৃষ্টি হলে শহরে জমা বর্ষার জল সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে কলকাতা পৌরসংস্থা ড্রেনেজ সিস্টেম। কিন্তু রেমালের ঝড়বৃষ্টিতে কলকাতায় গড়ে ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০.২৬ মিলিমিটার। এই বৃষ্টির জেরে জমা জল নামতে সময় লেগেছে। ২৭ মে রাতের মধ্যে অনেক রাস্তার জল নামিয়ে দেওয়া গিয়েছে। ২৮ মে মঙ্গলবারের মধ্যে কলকাতায় সুয়্যারেজের কাজ যেখানে হচ্ছে সে এলাকা বাদে বাকি এলাকার বৃষ্টি জল নেমে যাবে। রেমালের বৃষ্টির পরিমাণের বিচারে কলকাতায় প্রথম তিনে রয়েছে, ২৪ ঘন্টায় বালিগঞ্জে বৃষ্টি হয়েছে ২৬৪ মিলিমিটার, বেহালার ফ্লাইং ক্লাবে বৃষ্টি হয়েছে ২০৪ মিলিমিটার আর তারাতলা মোড়ের অনতিদূরস্থিত সিপিটি ক্যানাল এলাকায় ২০৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ২৭ মে সন্ধে থেকে জল কলকাতা থেকে নামতে শুরু করে।

রেমাল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের 'টেল থাকবে কলকাতা পৌর এলাকার ওপরে। যার প্রভাবে কলকাতায় বিপুল ঝড়বৃষ্টি হবে। এ পূর্বাভাস আগেই ছিল। রেমালের পূর্বাভাসে কলকাতার ২১ টি পাম্পিং স্টেশন কলকাতা পৌরসংস্থা সচল রাখে। আর এই ২১ টি পাম্পিং স্টেশন এলাকায় ২৬ মে দুপুর থেকে ২৭ মে বিকেল চারটে পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে সর্বমোট ৩,১৫৫ মিলিমিটার। আর এই বিপুল পরিমাণ জল নামাতে কয়েকদিন লাগাটাই স্বাভাবিক। এদিকে রেমালের প্রভাবে কলকাতা জুড়ে ছোটোবড়ো মিলিয়ে মোট ৪৫০ টি গাছ পড়ে গিয়েছে। ২৬ মে পড়ে যাওয়া গাছের মধ্যে অধিকাংশই ছিল জারুল, কদম, অশ্বত্থ, কৃষ্ণচূড়া মতো বড়ো গাছ পড়ে গিয়েছে। ২৭ মে দুপুরের পরও গাছ পড়েছে। রেমালের ঝড়ে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের ২০ টি ট্রাফিক সিগন্যাল পোস্ট ভেঙে গিয়েছে। অধিকাংশ সিসি ক্যামেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলি কলকাতার একাধিক জায়গায় রয়েছে।

কলকাতায় রেমাল কাড়ল ৪০০ গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের মেঘ কেটে রোদ উঠতেই ঝুরঝুর করে ধসে পড়তে লাগতো কলকাতার মান্ধাতা আমলের ১০০ থেকে ১৫০ বছরের পুরনো কালের বাড়ির একাংশ। ২৮ মে কলকাতার স্বনামধন্য পটলডাঙা স্ট্রিটের শতবর্ষের অধিকদিনের পুরনো একটি বাড়ির একতলার চুন–সুরকির সিঁড়ি আচমকাই ভেঙে পড়লো। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বাড়ির বাসিন্দারা। ওপরে আটকে বাড়ির বাসিন্দাদের কলকাতা পৌরসংস্থা এবং রাজ্যের দমকল বাহিনীর কর্মীরা। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কলকাতা শহরে বিপজ্জনক বাড়ির সংখ্যা হাজার ২০০০ অতি বিপজ্জনক বাড়ির সংখ্যা ৩৫০। আর এই বাড়ি গুলির অধিকাংশই আগেকার দিনের চুন–সুরকির তৈরি। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় রেমালের হাওয়ার দাপটে কলকাতার বিপজ্জনক অতি বিপজ্জনক বাড়ি

হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় ছয়টি গ্যাং কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং বিভাগ তৈরি রেখেছিল। কিন্তু ২৬ ও ২৭ তারিখ কলকাতায় বাড়ি ভাঙার কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু মঙ্গলবার ২৮ মে রোদ ওঠার পর কলকাতার চুনসুরকির ফুলে ওঠা বাড়িতে ফাটল দেখা গেল। চুনসুরকির বাঁধন আলগা হল। ভেঙে পড়লো পুরনো বাড়ি। আগামী কয়েকদিনে কলকাতার বিপজ্জনক বাড়ি গুলির দিকে কলকাতা পৌরসংস্থা নজর রাখছে। জল লেগে ফুলে ওঠা দেওয়াল যতো শুকনো হবে, দেওয়ালের ফাটল তত চওড়া হবে। এদিকে ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে কলকাতার সাড়ে চারশো গাছ পড়ে সবুজের ধ্বংস হলো। কলকাতার ১৬ টি বরো থেকেই ভেঙে পড়া গাছের খবর এসেছে। জোকার বরো ১৬ থেকে ২২ টি গাছ, বেহালা পশ্চিমের বরো ১৪ থেকে ১৮ টি গাছ, বেহালা পূর্বের বরো ১৩ থেকেও ১৮ টি গাছ, দক্ষিণ কলকাতার বরো ১০ থেকে ৪১ টি গাছ, উত্তর কলকাতার তিন নম্বর বরো থেকে ২৪ টি গাছ, বরো ৭ থেকে ৩৮ টি গাছ, আলিপুরের ন নম্বর বরো থেকে ২৫ টি গাছ, উত্তর কলকাতা ১ নম্বর ২ নম্বর বরো থেকেও গাছ ভেঙে কোথায় গাছ উপড়ে পড়ার খবর আসে। তবে উপড়ে পরা গাছ সরাতে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেছে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট রোড, বালিগঞ্জ প্লেসের পাঠভবন স্কুলের সামনের উপড়ে পরা গাছটি নিয়ে। আম গাছে তিনটি প্রকান্ড সাইজের মধুতে ভরা মৌচাক। উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, রেমালে প্রত্যাশার তুলনায় দ্বিগুণ গাছ পড়ার খবর এসেছে। পার্ক স্ট্রিট মাদার টেরিজা সরণির উপড়ে পড়া গাছ পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মল্লিক বাজারের পড়ে যাওয়া গাছও তিনশো মিটার দূরে পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রতিস্থাপন করা হয়। **ছবি : প্রীতম দাস**

গ্রীষ্মাবকাশের পর স্কুলে পাঠদান শুরু ১০ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গ্রীষ্মাবকাশ ও লোকসভা নির্বাচনের পর আবার রাজ্যের সরকারি, সরকার পোষিত স্কুলে পাঠদান শুরু হবে ১০ জুন সোমবার থেকে। ২৭ মে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে গ্রীষ্মাবকাশের পর ৩ জুন সোমবার থেকে রাজ্যে সরকার অধীনস্থ স্কুলগুলি খুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের জন্য স্কুলে বিদ্যার্থীদের পাঠদান ১০ জুন সোমবার থেকে শুরু হবে। আর ৩ – ৯ জুনের মধ্যে শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের স্কুল বাড়ি গুলিকে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। তবে যেসব শিক্ষক–শিক্ষকর্মীরা লোকসভা নির্বাচনের গণনার দায়িত্বে আছেন তাঁদের ৫ জুনের পর স্কুলে আসতে বলা হয়েছে। এবার স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ের পরও স্কুলে ক্লাস চলবে। তবে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারীর বক্তব্য, আবহাওয়া যেহেতু পঠনপাঠনের অনুকূল তা–ই ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরের দিন ৫ জুন থেকে ছাত্রছাত্রীসহ সকলের জন্য রাজ্যের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুল গুলি খুলে দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া আগামী ৬ জুন শেষ হবে। ফলে ৬ জুনের পরও স্কুলে পাঠদান বন্ধ রাখার কোনও মানে হয় না।

রেল শৌচালয়ে গন্ধভেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রেলের শৌচালয় গুলির পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব রেলওয়ে একটি আইওটি ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। এই উদ্যোগটি কয়েকটি স্টেশনের টয়লেটে সফল ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এখন রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশে পূর্ব রেল কিছুদিনের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা চালু করছে। কলকাতার পূর্ব রেল সূত্রে খবর, 'গন্ধভেদ একটি আইওটি ভিত্তিক বৈদ্যুতিন ডিভাইস, যা দুর্গন্ধ, উদ্বায়ী জৈব যৌগ, তাপমাত্রা আর আর্দ্রতা পর্যবেক্ষণ করে শৌচাগারের অবস্থা নির্ণয় করে। ডিভাইসটি একটি সংকেত তৈরি করে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে এসএমএস আর ওয়েবের মাধ্যমে পাঠানো হয়। সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে পরিষ্কার করার জন্য শৌচালয়ে পাঠানো হবে। এই সিস্টেমটি প্রথমে বিভিন্ন ট্রেনে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হচ্ছে।

বার্তা

নির্বাচন : ১ জুন সপ্তম দফার লোকসভা নির্বাচনে গোসাবা, বাসন্তী ও সন্দেশখালির ডি.সি. থেকে এইসব এলাকার নদীনালা দ্বীপাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে ৩০ মের সকালেই বেরিয়ে পড়লেন ভোট কর্মী দাদা–দিদিরা। **ছবি : বরুণ মণ্ডল**

অঙ্গুলি ছাপ : বাম হাতের তর্জনী'র নখে লোকসভা নির্বাচনের এই কালি লাগিয়ে দেওয়া হবে।

শেষ লগ্নে : বেহালায় কলকাতা দক্ষিণের দেবশ্রী চৌধুরীর সমর্থনে রোড শো' করলেন অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। **ছবি : অরুণ লোধ**

জানা-অজানা সফরে

বাদল–দিনে চিল্কা তীরে

সুকুমার মণ্ডল

ওড়িশা'র কোল ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরের জলে পুষ্ট বিশাল এই অগভীর জলাশয় এক আশ্চর্য জলভূমি। ১১০০ বর্গ কিমির বিস্তার বটে কিন্তু সর্বাধিক গভীরতা ১৪ ফুটের বেশি নয়। রয়েছে ছোট বড় ৬৫টির বেশি দ্বীপ, যেগুলি আদতে ছোট ছোট পাহাড়ের জেগে–থাকা চূড়া। অসংখ্য পরিযায়ী পাখির শীতের নিয়মিত আস্তানা, কোথাও রয়েছে ডলফিনদের প্রিয় বাসভূমি। তাছাড়াও মাছ ও কাঁকড়া–চিংড়ির বিশাল ভাণ্ডার। ওড়িশার পুরী, খুর্দা ও গঞ্জাম এই ৩টি জেলা ছুঁয়ে বিস্তার চিল্কা হ্রদের। এক যাত্রায় বিশাল এই জলাভূমিকে সমগ্র পরিক্রমা করা প্রায় অসম্ভব। অধিকাংশ পুরী ভ্রমণার্থীরা ৫০ কিমি দূরে চিল্কার সতপড়া অংশে ঘুরতে যান। এখান থেকে বোটে কয়েকটি দ্বীপ ও ডলফিনদের আবাস–অঞ্চলে ঘুরে নেওয়া যায়। খুর্দা জেলার বালুগাঁও থেকেও চিল্কার বারকুল প্রান্তে বেড়ানো যায়। বালুগাঁও ছেড়ে কয়েকটি স্টেশন পরেই রম্ভা (গঞ্জাম জেলা)। দূরপাল্লার ট্রেন না দাঁড়ালেও সকাল ৮টায় ভুবনেশ্বর–ভাইজাগ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস সকাল সাড়ে দশটায় ১২০ কিমি দূরের নির্জন রম্ভা স্টেশনে নামিয়ে দেয়। এখানে প্ল্যাটফর্ম এখনও নীচুতেই রয়েছে। স্টেশনের বাইরে অটো ও ট্যাক্সিওয়ালারা হাজির, ১০ মিনিটেই পৌঁছে দেবে ৪ কিমি দূরের রম্ভা শহরে। চিল্কার দক্ষিণতম প্রান্তে ছবির মতো ওড়িশা ট্যুরিজমের রম্ভা পান্থনিবাস। ওটিডিসির পান্থনিবাস রয়েছে বারকুল–এও। অনেকে বালুগাঁও–তে নেমে ভাড়ার গাড়িতে ৩৫ কিমি দূরের রম্ভায় পৌঁছে

যাচ্ছেন।

আমরা দুই প্রবীণ ভুবনেশ্বর থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ধরে যখন রম্ভায় পৌঁছোলাম, তখন ঘড়ির কাঁটা সবে সাড়ে ১০টা পেরিয়েছে। সেই সময় বৃষ্টিও বিরতি নিলো। অমায়িক অটোওয়ালা কার্তিকের সহায়তায় মিনিট দশেকের মধ্যে রম্ভা পান্তনিবাসের রিসেপশনে পৌঁছে গেলাম। ইন্টারনেটে আগেভাগেই ঘর বুক করা ছিল, দোতলায় উত্তর–মুখো ঘর। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই সামনে সবুজের বিস্তার, বাদল–মেঘের সারির নীচে চিল্কা হ্রদের নয়নাভিরাম দৃশ্য। বিশাল কম্পাউণ্ডের আরও উত্তরে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল কটেজও রয়েছে, রয়েছে ওটিডিসির নিজস্ব জেটি ও সুদৃশ্য যাত্রী ছাউনি।

পান্থনিবাসের ভোজনালয়ের খ্যাতি সর্বত্র। এখানেও সেই ঐতিহ্য বজায় রয়েছে। দুপুরের আহার সেরে দিবানিদ্রার হাতছানি উপেক্ষা করে পায়ে পায়ে সাজানো–গোছানো জেটির দিকে চললাম। বৃষ্টি থেমেছে, এক–আধবার রোদের ঝলকও মিলল। সুদীর্ঘ জেটির দু'পাশে কিছু দোকানির পশরা। এখন নিয়মিত ট্যুরিস্ট সীজন নয়, তাই হয়তো কিছুটা ম্রিয়মান। জেটির পূর্ব–ধার জুড়ে সার সার মাছ–ধরার নৌকা, খুব বড় নয় সেগুলো, যার অর্থ এরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় না। জলে ইতিউতি কাঠির বেড়া জেগে রয়েছে, চিংড়ির চাষও হয় খুব। জেটির শেষ প্রান্তে দুটি চৌকোণা ছাউনি, ভ্রমণার্থীদের বসার জন্য বেঞ্চ। সামনে দেখা যাচ্ছে জল থেকে জেগে ওঠা পর পর অনুচ্চ পাহাড়ের বিস্তার। পাশেই বোটে চড়ার জন্য প্লাস্টিক বাক্স দিয়ে গড়া ভাসমান জেটি। তালিকা–করা দ্বীপগুলিতে বোটে ঘুরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন রেট নির্ধারিত করাই রয়েছে। পান্থনিবাসের রিসেপশনে বুকিং করতে হয়। সর্বাধিক ১০জন করে প্রতি বোটে আড়াই ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার সফর। বোটের ভাড়া যাত্রীরা সমান ভাগে বহন করেন। পরদিন বোট যাত্রার জন্য মনে মনে স্থির করলাম কিন্তু আরও আগ্রহী যাত্রী না থাকায় কিছুটা হতাশ হচ্ছিলাম। এই বর্ষায় গুটিকয়েক বয়স্ক দম্পতি এসেছেন বটে, তাঁরা নৌ–যাত্রায় আগ্রহ দেখালেন না। দেখা যাক কাল কী পরিস্থিতি হয়!

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল প্রবল বর্ষণে। বর্ষা ধারায় চিল্কা ও তার মধ্যেকার পাহাড়–চূড়া তখন অদৃশ্য। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে সেই রূপে আমরা বিভোর। আবার মনের কোণে আশঙ্কাও উঁকি দিচ্ছে, বৃষ্টি থামবে তো! তানা–হলে বোট–ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। ঘণ্টা তিনেক ভারি বর্ষণের পরে আকাশ কিছুটা হাল্কা হল বটে, কিন্তু নাছোড় কালো মেঘেরা তখনো আকাশ জুড়ে। মধ্যাহ্ন ভোজের ঠিক আগে এক বাঙালি তরুণ দম্পতি গোপালপুর থেকে রম্ভা–ভ্রমণে এসে হাজির, দিনের শেষে গোপালপুরে ফিরে যাওয়ার আগে ওরা চিল্কায় বোট–সফরে আগ্রহী। প্রায় সেই সময়েই আরও একটি প্রাইভেট গাড়ি পুরী থেকে এসে পৌঁছালো। পাঁচ সদস্যের এক বাঙালি পরিবার, ওরা আজ রাত্তিরটা রম্ভায় থেকে কাল বাঁকুড়ার পথে ফিরতি যাত্রা করবেন, এবং ওরাও আজই বোট–সফর সেরে নিতে চান। ফলে দেখতে দেখতে ৯জন বোটযাত্রী যোগাড় হয়ে গেল। চটপট মধ্যাহ্ন ভোজ সেরেই জেটিঘাটে পৌঁছে গেলাম সকলে। আকাশের মুখ–ভার, কিন্তু বৃষ্টির বিরতি চলছে। আর আমাদের দমায় কে! ভাসাও পানসি।

প্রায় দেড় ঘণ্টার নৌ–সফরে প্রথম দ্বীপ আদতে একটি ডুবো পাহাড়–চূড়ায় নির্মিত ছোট চারচালা পাথরের ঘর, পাশেই প্রায় ২৫ ফুট উচ্চতার একটি চৌকোণা পাথরের থাম। এটির নাম ব্রেকফাস্ট আইল্যাণ্ড। বলাবাহুল্য নৌকো–থেকে নামার উপায় নেই, না জেটি, না পাটাতন। ব্রেকফাস্ট দ্বীপ ছেড়ে আরও উত্তরমুখো কিছুদূর গিয়ে বড় বড় বোল্ডারে গড়া একটি টিলার মতো দ্বীপ। নাম বার্ডস আইল্যাণ্ড বা ডাইনোসর আইল্যাণ্ড। বোটম্যান জানালো শীতকালে এখানে পরিয়ায়ী পাখীরা দল বেঁধে আসে। জেটির চারধারেও সারসের মেলা বসে যায়। এখানে নৌকা ভিড়ল। নিয়মমাফিক জেটি না থাকলেও বোল্ডারে সন্তর্পণে পা ফেলে নেমে পড়লাম সকলেই। এখানে প্লাস্টার অব–প্যারিসে গড়া বেশ বড়সড় একটি ডাইনোসরের মূর্তি দণ্ডায়মান, হয়তো বিনোদনের কথা মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে। কিছুক্ষণ ছবি–তোলা পর্ব মিটিয়ে ফের বোট চলতে লাগল। এবার ফিরতি যাত্রায় কিছুটা এসে একটি দ্বীপের তীরের কাছাকাছি বোট মন্দগতি করল। এটি ঘণ্টা–শিলাদ্বীপ। কিছুটা উঁচুতে পাথরের ডগায় ময়ূরের দেখা মিলল। সামনে বোল্ডারের মধ্যে দিয়ে একটি গুহা পথের মুখ। সেখানে সিঁদুর ইত্যাদির প্রলেপ দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে এটি কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এখানে বোট ভিড়ানোর মতো প্রাকৃতিক সুবিধা নেই। সেই দ্বীপ ঘেঁষে ধীরে ধীরে আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। আকাশের মেঘপুঞ্জ তখন পশ্চিম দিগন্তের দিকে সরে গিয়েছে।

পরদিন আমরা কাছাকাছি কয়েকটি জায়গায় সাইটসিয়িংয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আজ মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। রম্ভা থেকে মাত্র ১২ কিমি দূরে কাল্লিকোট। কিছুটা পথ চেন্নাই হাইওয়ে ধরে এগিয়ে বাঁদিকের সবুজ বন–চেরা পথে ঢুকে পড়লাম। অনুচ্চ ছোট ছোট পাহাড়ের কোল ছুঁয়ে সবুজ শাল–সেগুনের অরণ্য। তার মাঝখানে কালো ফিতের মতো পিচ–পথ। কিছু পরে এক পাহাড়তলীতে আমাদের অটো থামল। ডানহাতি প্রবেশদ্বার। ভিতরে একটি পাথরে বাঁধানো চৌকোণা ছোট্ট অগভীর জলাশয়। পূর্ব দিকে একটি প্রস্তর–মূর্তি থেকে অবিরল প্রস্রবণের ধারা নির্গত হচ্ছে। পাথরের চৌবাচ্চার পশ্চিম কোণায় দুটি নলপথে সেই জল বেরিয়েও যাচ্ছে। অদূরেই সৃষ্টি হয়েছে এক নদী। জলাশয়ের দক্ষিণ দিকে দুটি অনুচ্চ শিব–দুর্গার মন্দির। ভারী শান্ত নিরালা সেই প্রস্রবণের ধারা পাশের পাহাড় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় রাজারা কোনও সময়ে সেই প্রাকৃতিক ধারাটিকে পাথরের বাঁধনে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন। দু'দণ্ড বসে থাকলে মনটা ভালো হয়ে যায়। এখান থেকে আর মাত্র ২কিমি দূরে কাল্লিকোট জনপদে রয়েছে জগন্নাথের মন্দির। পুরীর মন্দিরের আদলে নির্মিত। মন্দিরের গায়ে নানা ভঙ্গীমার প্রস্তর মূর্তি বসানো রয়েছে। সদ্য–সমাপ্ত রথযাত্রায় শামিল ৩টি রথ মন্দিরের সামনে তখনো বিদ্যমান। সত্যিই ওড়িশা জগন্নাথ–ময়। পরদিন সকাল সাড়ে ১০টায় রম্ভা থেকে গুণপুর–পুরী এক্সপ্রেস ধরলাম। উদ্দেশ্য কলকাতা ফেরার আগে পুরীর জগন্নাথ দর্শন সেরে নেওয়া।

কীভাবে যাবেন/কখন যাবেন

ওড়িশায় সব ঋতুতেই যাওয়া চলে। এখানে শীত কখনোই তীব্র নয়। রম্ভায় থাকার সেরা ঠিকানা OTDC Rambha PANTHA–NIVAS. ইন্টারনেটে অগ্রিম বুকিং করা যায়, ভিড়ের সিজন এড়িয়ে গেলে রম্ভায় ঘর পেতে অসুবিধা হবে না। মাদ্রাজ মেলে ভোর ৬–১৫তে ভুবনেশ্বর, ওখান থেকে ৮–১৫তে ভাইজাগ ইন্টারসিটি ছাড়ে। রম্ভা দেখে ভাড়া গাড়িতে অথবা ইন্টারসিটি ধরে ৪৮ কিমি দূরে ব্রহ্মপুর তথা গোপালপুর ঘুরে নিতে পারেন। উৎসাহীরা ব্রহ্মপুর বা গোপালপুর থেকে ভাড়াগাড়ি নিয়ে একদিনের জন্য দারিংবাড়ি ঘুরে নিতে পারেন। ব্রহ্মপুর থেকে মাদ্রাজ–হাওড়া মেল, করমণ্ডল এক্সপ্রেস, ফলকনুমা তথা আরো একগুচ্ছ ট্রেন রয়েছে কলকাতা ফেরার জন্য। রম্ভা থেকে প্রায় ১৩০ কিমি দূরে ভুবনেশ্বরের বিজু পটনায়ক বিমানবন্দর। এয়ারপোর্ট / স্টেশন থেকে পিক–আপ্ বা পৌঁছানোর গাড়ির জন্য পান্থনিবাসের রিসেপশনে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চিত্র পরিচিতি

১) রম্ভা জেটি থেকে চিল্কা
২) পাখি দ্বীপ বা (ডাইনোসর দ্বীপ)
৩) রম্ভা পান্থনিবাস থেকে চিল্কা
৪) রম্ভা জেটি।
৫) নির্মল ঝর–এ জোড়া মন্দির (কাল্লিকোট)

মাঙ্গলিকী

পূর্ব সিঁথি নাট্যসৃজনী আয়োজিত নাট্যোৎসব ২০২৪

২১মে মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে টানা দুইদিন

কৃষ্ণচন্দ্র দে

পূর্ব সিঁথি নাট্যসৃজনী ২১মে থেকে টানা দুইদিন মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে ২০২৪ নাট্যোৎসব আয়োজন করল। ২১ মে সন্ধ্যা ৬টায় প্রদীপ প্রজ্জলন ও রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে নাট্যোৎসবের শুভসূচনা হল। প্রদীপ প্রজ্জলন করলেন মাননীয় অনীশ ঘোষ, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অনীশ ঘোষ, শ্যামল সরকার, এবং নাট্যসৃজনীর কর্ণধার অন্তিকা চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে মাননীয় অনীশ ঘোষ মহাশয়কে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় বাংলা নাটকে তার অবদানের জন্য। সম্মাননা জানালেন দলের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথি শ্যামল সরকার। উত্তরীয়, পুষ্প, স্মারক, পুস্তক ও মিষ্টান্ন দিয়ে অনীশ ঘোষ মহাশয়কে বরণ করা হয়।

প্রথমেই দলের অন্যতম সংগঠক ও নির্দেশক ইন্দ্রজিৎ পাল দলের পক্ষ থেকে সংক্ষেপে দলের সৃষ্টি লগ্ন থেকে এযাবৎকালের বিবরণ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করলেন ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি বর্ণনা করলেন সবিস্তারে।

দলের কর্ণধার অন্তিকা বললেন– ইন্দ্র যা বলার সব বলে দিয়েছে। অনীশদা শ্যামলদার সাথে আমাদর বহুদিনের পরিচয়। একটা অনুরোধ অপনাদের কাছে আপনারা সব নাটক দেখে যাবেন।

শ্যামলবাবু বললেন– নাট্যসৃজনীর সকল সদস্যদের আমি স্বাগত জানাই। আমি জানি নাট্যসৃজনী সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও কিভাবে নাটক করে যাচ্ছে। অনীশের সাথে আমার বহুদিনের পরিচয়। আমরা সঙ্গে আছি এবং থাকবো।

অনীশ ঘোষ বললেন– উপস্থিত সকলকে কুর্নিশ জানাই। নাটকে দর্শক কম বেশী হয়েই থাকে, এটা নিয়ে আর ভাবিনা। ইন্দ্র এবং অন্তিকাকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি। ওরা একে অপরের পরিপূরক। এই দলটির বয়স ১৮ বছর হয়ে গেল। আমরা জেনে গিয়েছি যে নাটকে আমাদের সলতে দুদিকেই পোড়ে। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেই এই দুজনকে নাটকের সাথে লেগে থাকতে দেখেছি। ওরা ব্যাটনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা ওদের সাথে থাকুন। সম্বধর্না নিতে আমি ভয় পাই। শুধু আর্শীবাদ করবেন আপনাদের কাছ থেকে সংযোগের উষ্ণতা যেন আমরা নাট্যকর্মীরা সবসময় পাই। ওটাই আমাদের শক্তি।

ইন্দ্রজিৎ বললো– থিয়েটার একটা নেশা, একবার যে এই নেশার বলে পড়েছে তার আর উপায় নেই, এই আবর্তে তাকে ঘোরপাক খেতে হবেই।

ইন্দ্র ছোটো কথায় যেটা বলল বা বলার চেষ্টা করলো আর ব্যঞ্জনা এবং অনুরণর্ন অনেক ব্যাপক, কারণ এটা সত্য।২১ সন্ধ্যায় ১ম নাটক –'নবস্বয়ংবর' প্রযোজনা–নাট্যসৃজনী। নাটকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদনা ও নির্দেশনা ইন্দ্রজিৎ পাল। প্রহসন ধর্মী উপস্থাপনা। বাংলায় মৌলিক নাটক রচনার সংকট নিয়ে একটি দল একটি পাণ্ডুলিপি হাতে পায় সেখানে নাটকের নাম ও চরিত্রগুলি দেওয়া আছে, কিন্তু নেই কোন সংলাপ। নাট্যকারের নির্দেশে দলটি নিজেরা নিজেদের মতো ইমপ্রোভাইস শুরু করে নাটকটি তৈরি করে ফেলল। নাটকের বিষয়বস্তু একটি মেয়ের বর নির্বাচন। নাকটি একটি সিরিয়াস বিষয় নিয়ে শুরু হলেও ক্রমশ তা হাস্যরসে পরিণত হয়েছে। পরিশেষে একটি সামাজিক বার্তা বা মেসেজ উঠে আসে। সবার আগে নিজেকে একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠতে হবে। নইলে সব কিছু মিথ্যা হয়ে যাবে। অভিনয়ে কৌস্তভ রায়, সৌরভ, শুভেন্দু, অপূর্ব সাহা, শংকর মিত্র, সমীর চন্দ, পার্থ মুখোপাধ্যায়, রাকেশ, লোপা ব্যানার্জি, অন্তিকা চ্যাটার্জি, তপন মিশ্র, অঞ্জনা চ্যাটার্জি এবং নির্দেশক ইন্দ্রজিৎ পাল।

দ্বিতীয় নায়ক কলকাতা আশা নিকেতন প্রযোজিত নাটক 'মুক্তি' নাটক ও নির্দেশনায় ইন্দ্রজিৎ পাল। এই নাটকটি মানসিক প্রতিবন্ধীদের দ্বারা অভিনিত। এই সমাজে দারিদ্র–ধর্ম–অশিক্ষা–কুসংস্কার কীভাবে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারটাও কেড়ে নিচ্ছে তা মাইম কোরিওগ্রাফির সাহায্যে প্রকাশ পেল। একজন বিবেকবান মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে কীভাবে এক মানসিক প্রতিবন্ধী যুবকের ভিতরে লড়াই করার মানসিকতা তৈরি করে দিতে পারে, আমরা মাইমের মাধ্যমে দেখলাম। অভিনয়ের শুভ্রজিৎ মাঝি, নীল চাঁদ চৌধুরি, গৌতম দাস, চিরঞ্জিত দাস, রেমণ্ড ফিলিপ, অম্লান মজুমদার, গোপাল সাউ, আকাশ দাস প্রমুখেরা।

তৃতীয় নাটক 'ঠাণ্ডা ঘর।' প্রযোজনা নাট্যার্ঘ নাট্যসংস্থা। নির্দেশক দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। মানবিক মূল্যবোধের নাটক। বেশ ভালো উপস্থাপনা। সমাজটা এখনও একেবারে কেঁচিয়ে যায় নি। মানুষকে অপরাধী হিসাবে দেগে দিতে আমরা কোনও কুণ্ঠাবোধ করি না। আর্থ সমাজিক কারণে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। এই রকম একটা সময়ে যখন এ ধরনের নাটক দেখতে পাই আমাদের মনের উপর একটা ভালো ব্যায়াম হয়ে যায়। নাটকটি হাটে মাঠে, ঘাটে বাজারে সব জায়গায় প্রদর্শন হওয়া দরকার। অভিনয়ে: দেবার্চনা রায়, অদিতি গাঙ্গুলি, সোম, গোপাল মুখার্জি, রূপ মজুমদার সরকার, অর্ঘ্য সেনগুপ্ত, রাহুল সেনগুপ্ত প্রমুখেরা।

৪র্থ নাটক ঃ 'রিং', নাট্যকার মোহিত চ্যাটার্জি, নির্দেশনা আমিত দে। বারাকপুর সৃজন এর অভিনয় প্রয়াস। এই নাটকটি কিমিতিবাদী নাটক এর অন্তর্গত।

সে নাটকের সত্যকে কুয়াশার মতো আড়াল করে রাখে কিছু নন রিয়ালিষ্টিক ভাবনা, যা শিল্পীকে সাঁতরে চলতে হয় চেতন থেকে অবচেতনের নানা স্তরে, সেই সত্যকে ছুঁতে চাওয়ার আকাঙ্খা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এটা একটা খুব চেনা সংকট আমাদের জীবনের ছন্দে মিলে মিশে আছে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে। অভিনয়ে দেবাশিস দাশ, সোমা চক্রবর্তী, সুরঞ্জন মণ্ডল, মল্লার কুণ্ডু ও নাসরিন। আবহ– অরিত্র, আলো – সৌভিক।

২২মে ১ম নাটক 'মুক্তি'। প্রযোজনা–মহানির্বাণ ভাবনা, নাটক ও প্রয়োগ শ্যামল সরকার। কাহিনীতে দেখতে পাই মেয়েটির নাম উপসনা। সে তার বিয়ের সম্বন্ধে আঠারো বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। দরজার বেলটা বাজলেই মেয়েটির মনে শুধু একটা শব্দই ভেসে ওঠে প্রত্যাখ্যান। মুখোশ পরিহিত মানুষদের মধ্যেও উপাসনা একজন নিখাদ ভালো মানুষের হাত ধরতে পারবে। হয়তো শেষ বারে তাকে আর প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। উপসনা হয়তো এবার সুনীল আকাশে ডানা মেলে উড়তে পারবে। নান্দনিক উপস্থাপনা, অভিনয়ে, কাজল শম্ভু এবং উপাসনার ভূমিকায় সুব্রতা।

দ্বিতীয় নাটক দমদম নটপীঠ প্রযোজিত 'বিশল্যকরণী'। রচনা মানবব্রত মুখোপাধ্যায়। মঞ্চ আবহ ও নির্দেশনায় সমরেন্দ্র ভৌমিক। শুরুতে নাটকের টাইটেল সঙ্গিত খুবই উপভোগ্য হয়েছে। এমনিতে একটু প্রহসন ধর্মী হলেও বা সামান্য বাড়াবাড়ি থাকলেও একটা সামাজিক বার্তা আছে। নাটকের খোঁদার কাকার মতো আমরা কি মটকা মেরে পড়ে আছি। দারিদ্র, ক্ষুধা, যন্ত্রণা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারির শত প্রতিকূলতায় ও নিশ্চল নির্বাহ আমরা কি অর্ধ জাগরিত না অর্ধমৃত। কাকাও মাঝে জেগে উঠছে মাঝে মাঝে আবার ঘুমন্ত বা মৃত। আধা পাগলা ডাক্তার থেকে শুরু করে সবজান্তা মার্কা বন্ধু, অভাবি কবি, নৃত্যশিল্পী, গায়িকা, নেতা সকলেই মাঠে নেমে পড়ে যার যার নিজস্ব ধান্ধায়। এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হল খোঁদার কাকা কি এবার জাগবে? অভিনয়ে ছিলেন গাবলু চরিত্রে সমরেন্দ্র ভৌমিক, খ্যাঁদার ভূমিকায় সায়ন চক্রবর্তী, ভুতো চরিত্রে ধনঞ্জয় সেনগুপ্ত, ডাক্তার শঙ্কর সাউ, কবি ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, মিনি হেমা, বুলা ভড়, নেতা – দিলীপ মজুমদার, প্রমূখরা। আলো– জিতেন দাস, এবং আবহ প্রক্ষেপন– রজত সেনগুপ্ত, নির্দেশক সমরেন্দ্র ভৌমিককে বললো আপনি শুধু ডিটালিং এর দিকে নজর দিন। নাটক সঞ্চায়নে কিছু একটা আছে।

তৃতীয় এবং শেষ নাটক নাট্যসৃজনীর নিজস্ব প্রযোজনা কবিগুরুর

''শেষের রাত্রি'' নির্দেশনায় ইন্দ্রজিৎ পাল

শেষের রাত্রি ইন্দ্রজিৎ পালের এক নতুন এক্সপেরিমেন্ট। নাট্যভিনয় না বলে একে গল্পভিনয় বলাই ভালো। একানে অভিনেতা শুধু অভিনয় করেছে না তাকে আবার গল্পকারের ভূমিকাও নিতে হয়েছে। এই গল্পের বিষয়বস্তু খুবই প্রাসঙ্গিক।

অবশ্য কবিগুরুর সব রচনায় বড়ই প্রসঙ্গিক। দরিদ্র কন্যাগ্রস্ত বাবা তার কন্যাকে পাত্রস্থ করার জনে একজন অসুস্থ বনেদি বাড়ির ছেলের হাতে তুলে দিলেন মেয়েটার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার আশায়। অথাৎ মেয়েটার ভাত–খাবারের অভাব হবে না কোনোদিন। কিন্তু মেয়েটা তার রুগ্ন স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি মন থেকে।

ফলে শুরু দুরত্ব, আর এই দুরত্ব থেকেই চির বিচ্ছেদ ঘটলো। নাটকে মূলত তিনটি চরিত্র যতীন, মাসি ও মণি। ছোটোবেলা থেকেই মাতৃহারা যতীন, মাসির কাছেই মানুষ। যতীনের জীবনে মাসির ভুমিকা বেশ বড়। মাসি অসুস্থ যতীনকে সুস্থ করার বহু চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। যতীন চরিত্রে নির্দেশক ইন্দ্রজিৎ এবং মাসির চরিত্রে অন্তিকা চ্যাটার্জি অভিনয়ে যে মাত্রা জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য। ইন্দ্রকে যেমন দুটি ভুমিকা নিতে হয়েছে এবং সেটা সফল ভাবেই পালন করে গিয়েছে সারা মঞ্চ জুড়ে। কখনও চরিত্র থেকে বেরিয়ে যায়নি। কাজটা দুরহ বটে। আর অন্তিকা নিজেকে একেবারে নো অ্যাকটিং জোনে নিয়ে গিয়েছে। অভিনয় না করে, অভিনয় করা পরিনত শিল্পীর দক্ষতাই প্রমাণ করে। আর যারা অভিনয়ে ছিলেন মিনিচরিত্রে তারা হলেন রাজশ্রী ঘোষ, রিঙ্কি রায়, আর ছিলেন সমীর চন্দ্র, তপন মিশ্র, সুখেন্দু চক্রবর্তী, রাকেশ পাল, দিঘি ও সুস্মিতা প্রমূখেরা।

নাট্যসৃজনীর দুই স্তম্ভ ইন্দ্রজিৎ ও অন্তিকা–র দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমকে স্টেট ব্যাঙ্কের দান

মলয় সুর, হুগলি : অনাথ শিশুদের এবং দুস্থ মেধাবী ছাত্রদের সর্বাঙ্গীনভাবে কল্যাণ কামনায় বাঁশবেড়িয়া কুন্ডুর ঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ – বিবেকানন্দ আশ্রম এই সংকটময় সময়ে মানব সমাজে রক্ষাকল্পে আবাসিক ছাত্রদের কলকাতা সার্কেলের ভারতীয় স্টেট ব্যাংক অনুদান হিসেবে খাট,আলমারি,কম্পিউটার টেবিল ও সিলিং ফ্যান এই প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিলেন।

আশ্রমের প্রধান স্বামী প্রেমাতানন্দ মহারাজ বলেন – স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' এই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কলকাতা সার্কেলের ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক আশ্রমে নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের আবাসিক দুস্থ ও অনাথ শিশুদের সেবার জন্য আশ্রম কর্তৃপক্ষকে ৮ খাট, ৮ আলমারি, ৯টি কম্পিউটার টেবিল, ১৩ টি সিলিং ফ্যান ব্যবহারের জন্য দান করেন। এদিন ব্যাংকের ম্যানেজার আশ্বাস দিলেন সামাজিক প্রকল্পে সব সময় পাশে আছি।

আপাতত এই সমস্যা সমাধানের জন্য আশ্রমের মহারাজারা আপ্লুত। প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর ভক্ত প্রাণ মানুষ আসেন এই আশ্রমে।

রুমকীর কলমে মৃত্যুর মৌতাত

অসীম কুমার মিত্র
আমতা, হাওড়া

প্রেম আর পরকীয়া কি পরস্পরের পরিপূরক! প্রেমের নেপথ্য অন্ধকারে কি বোনা হয় যৌনতার যাপন! নাকি প্রেম পূর্ণতা পায় মৃত্যুর জবানবন্দিতে! পুরাণে, মহাকাব্যে, ইতিহাসে, সাহিত্যে এখনই সব বিস্ময় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন স্রষ্টারা। খুঁজতে গিয়ে দেশে কিংবা বিদেশে বদলে যাচ্ছে চরিত্র ও অবস্থানের নাম। কিন্তু একই সুতোয় মিলে গেছে যে শব্দত্রয় তার নাম প্রেম–পরকীয়া–মৃত্যু। আর একই সঙ্গে অদৃশ্য রূপরেখায় রয়ে গেছে যৌনতার অবদমন তত্ত্ব। মানুষের মনের অবচেতন স্তরের সর্পিলাকার উন্মাদনা। যা আপাত অদ্ভুত কিংবা প্রথাবিরুদ্ধ হলেও আদতে তা সত্য। শারীরিক ও মানসিকভাবেই সত্য। বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে এই সত্যতা। তবে এখন সময় পাল্টেছে। পাল্টেছে জনরুচি, জীবন–অভ্যাস। বর্তমানে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এর বৈধতা দিয়েছে। তাই স্বাধীনতার সঙ্গে জুড়ে গেছে পরকীয়ার অকপট প্রকাশ। অথচ যে ঘটনা আলোয় আসে না, যে ঘটনা প্রায় বানানো গপ্পো বলে মনে হয়, যে সত্যিকারের গল্প মেনে নিতে অনেকটা প্রথার পাহাড় ডিঙিয়ে আসতে হয়, সে–সব গল্প কে জানে ! ক'জন খবর রাখে সে সব চরিত্রদের! জীবনের পরতে পরতে আমাদের চারপাশে

মিশে আছে এমন হাজার চরিত্র, অজস্র ঘটনা। আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় অথবা আমরা দেখেও দেখি না।

গল্পকার রুমকী দত্ত লেখকের সেই দায় থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। তিনি লিখলেন এমনই কিছু গল্প যা সত্যি অথচ সত্যি মানতে আমাদের সংরক্ষণশীল মনে আটকায়। প্রেম–পরকীয়া–যৌনতার সত্যতাকে আতস কাঁচ দিয়ে দেখে তিনি তুলে ধরলেন পাঠকের কাছে। তাই সযত্নে সাজানো দুই মলাটের গল্পগুলিতে আমরা পাব জীবনের অমোঘ সত্যের সন্ধান যেখানে মৃত্যুর হানা প্রতিবাদী। যারা সত্য স্বীকারে প্রস্তুত, যারা জীবনকে খোলা মনে দেখেন, তাদের কাছে মৃত্যুর মৌতাত প্রিয় গল্পপাঠের স্মৃতি হয়ে থাকবে।

রূপনারায়ণের কূলে, শান্ত ও স্নিগ্ধ গ্রাম্য আটপৌরে জীবন থেকে উঠে আসা মৃত্যুর মৌতাত বইটির লেখিকা রুমকী দত্ত পেশায় শিক্ষিকা হলেও নেশায় অক্ষরকর্মী। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও সাংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনেও তাঁর অবাধ বিচরণ। বিভিন্ন সাহিত্যমঞ্চে একাধিক পুরস্কার পেলেও তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রায় ২৫ বছর আগে ছেড়ে আসা নিজের গ্রামের স্বজনসম মানুষজনের কাছ থেকে পাওয়া সাহিত্যকর্মীর স্বীকৃতিস্বরূপ গ্রামের গৌরব সম্মাননা। গল্পের পাশাপাশি কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাসেও তিনি সিদ্ধহস্ত হয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন নিরলসভাবে।

মৃত্যুর মৌতাত
রুমকী দত্ত।
খড়কুটো।
দাম ২৫০ টাকা।

বাওয়ালী সখ্যসংঘ ও শিশু সংগঠনের পরিচালনায় রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাওয়ালী সখ্য সংঘ ও শিশু সংগঠনের পরিচালনায় রবীন্দ্র–নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৫ মে, ২০২৪ শনিবার সকালে এক বসে আকোঁ প্রতিযোগিতা ও এক সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় সংঘের সম্মুখস্থ চিড়িয়াখানা বাগানে। সকাল–৮ ঘটিকায় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সভাপতি রমেশ চন্দ্র মন্ডল, এরপর স্বর্গীয়া কঙ্কনা মালিক স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত বসে আঁশে প্রতিযোগিতায় প্রায় শতাধিক শিশু অংশগ্রহণ করে। সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দঃ ২৪ পড়ানা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের কার্যকরী সভাপতি দেবনাথ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক অনিল নস্কর, ডাঃ

মোহন সাধুখাঁ, মানস নস্কর। প্রধান অতিথি হিসাবে কার্ত্তিক চন্দ্র রঞ্জ সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব শবড়ী, রাধারমন গাঙ্গুলী, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অসিত বর্মন (চড়ী ভেটকাখালী উঃ মাঃ বিদ্যালয়) শিক্ষিকা রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী, কবি ও সাহিত্যিক সুখেন সাঁতরা, চিত্র সাংবাদিক অরুন লোর সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর শুরু হয় সঙ্গীত–নৃত্য– আবৃতির সম্ভারে সাজানো বিচিত্রানুষ্ঠান, স্থানীয় ছেলেমেয়েরা তাদের সাংস্কৃতিক শৈলী তুলে ধরে। সংঘের শিশুবিভাগ কর্তৃক পরিবেশিত নৃত্যনাট্য ঋতুরঙ্গ সবার দৃষ্টি আকর্ষন করে। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র–নজরুল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদযাপনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন সখ্য সংঘের সাংস্কৃতিক সম্পাদক কার্ত্তিক চন্দ্র মান্না সংগঠনের দীর্ঘ ৭৮ বছরের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের কথা স্মরণ করে ভবিষ্যতেও এধরণের সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর কথা বলেন, সর্বোপরি; সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এবং সংঘের সাধারণ সম্পাদক রাধানাথ বাগ সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন ও সর্বাঙ্গীন সফলতার জন্য অংশগ্রহণকারী সকল শিল্পী, অতিথিবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী ও গ্রামবামীবৃন্দকে সংঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বজবজে নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : বজবজ–মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টারের (সদস্য সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ পর্বত আরোহণ সংগঠন উদ্যোগে ২৫ মে, ২০২৪ শনিবার সকালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হল বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীতে। এই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করা হয়, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক বিজন দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লাইব্রেরির সভাপতি মিলন মিত্র, সংগঠনের সহ–সভাপতি অমরনাথ ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদক প্রদীপ হালদার, জাহাঙ্গীর মল্লিক, বুলবুল, সভাপতি অজয় মুখার্জি সেখ সামাদ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক দেবাশিস সৎপতি, বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সঙ্গীতশিল্পী মহুয়া বেরা, সত্য মণ্ডল, মহঃ আব্বাস উদ্দিন, হেমদ্যুতি ব্যানার্জী, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার মৌসুমী খাঁড়া, মনোজ মণ্ডল, বরুণকান্তি সর্দার, সৌমেন বোধক, রঞ্জনা মুখার্জি সহ বিশিষ্ট সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীবৃন্দ। সংগঠনের সম্পাদক জয়দেব দাস, জন্মজয়ন্তী পালনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলেন, বর্তমান প্রজন্মের কাছে কাজী নজরুলের আদর্শ ও ইসলামের তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্ভার তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য, অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রবীন্দ্র–নজরুল স্মরণ সন্ধ্যা

শ্রেয়সী ঘোষ : অঞ্জলি লহ মোর শিরোনামে ইস্ট কোলকাতা কালচার অর্গানাইজেশন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে স্মরণ করলেন গত ২৫ মে শনিবার সন্ধ্যায় মানিক্য মঞ্চে। অনুষ্ঠানে শুরুতেই একটি রবীন্দ্রসংগীত ও একটি নজরুল গীতি পরিবেশন করলেন সংস্থার সদস্যরা। পরিচালনায় ছিলেন চুমকি সুলতা মুখার্জি। বাংলা ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ বাংলা ছবিতে কিভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম প্রয়োগ হচ্ছে, সে সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন। সেই সঙ্গে শোনালেন গানও। রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরীকে নিয়ে এক গীতি আলোখ্য পরিবেশিত হল। যার শিরোনাম রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী। মূল ভাবনা অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাসের। অসাধারণ উপস্থাপনা। লোপামুদ্রা সরকার ও মধুমিতা মোদক আবৃত্তি করলেন। নৃত্য পরিবেশন করলেন শান্তা নন্দী। অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস শোনালেন গান। শ্রুতি নাটক হিসেবে পরিবেশিত হল কবি নজরুলের ছোট গল্প অবলম্বনে ঘুমের ঘোরে। এতে অংশ নিলেন দীপায়ন সাহা, রঞ্জিতা মুখার্জি, গোপা গাঙ্গুলী, অভিজিৎ চক্রবর্তী। গীতিআলেখ্য রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী এবং শ্রুতি নাটক ঘুমের ঘোরের পরিচালক ছিলেন ধনঞ্জয় আঢ্য। তাঁর কাজ প্রশংসার দাবি রাখে। সুন্দর মঞ্চ সহ্য করেছেন ক্ষমা মিত্র। সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন মধুমিতা মোদক।

হাওড়া পঞ্চানন ভবনে রবীন্দ্র নজরুল ও সুকান্ত সন্ধ্যা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : জগদীশপুর হাওড়া পঞ্চানন ভবনে নতুন প্রভাত পত্রিকার ২৪৬ তম মাসিক আসর অনুষ্ঠিত হয়। পালন করা হয় রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত জন্য জয়ন্তী সন্ধ্যা।

বিশেষ তাৎপর্য সারাদিন ব্যাপী প্রকৃতির রুদ্র রোষ'কে উপেক্ষা করে বেশ কিছু সংস্কৃতি প্রিয় মানুষের সমাগমে আসরটি জম জমাট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা, নজরুলের বিদ্রোহী – বল বীর উন্নত মম শির, সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র পাঠ করা হয়।

সঙ্গীত পরিবেশন, আবৃত্তি,ছড়া পাঠ ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন রাঘব পোড়ে, রবীন চট্টোপাধ্যায়, কালিপদ দাস, শতদল অধিকারী প্রমুখ সুধীজনরা। অনুষ্ঠানটি ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আঁশ কাঁচে

পাশে শ্রাচী

ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল আর চালাতে আগ্রহী নয় ইমামি গোষ্ঠী ফলে তাঁদের মহিলা দল চালাবে শ্রাচী গোষ্ঠী। আগামী মরসুম থেকে হাত বদল হবে লাল হলুদের মহিলা ফুটবল ইনভেস্টরের। লাল হলুদের মহিলা দল কন্যাশ্রী কাপে গত বছর রানার্স তার আগের বছর চ্যাম্পিয়ন হয়। ডব্লিউপিএলে খেললেও তাঁদের সাফল্য সেভাবে নেই। মূলত ইমামি আগামী মরসুমে বাজেট বাড়াবে পুরুষ দলের সেই কারণেই তারা আর মহিলা চালাবে না বলে খবর। শ্রাচী গ্রুপ তাঁদের ক্রিকেট দলও চালায় এবারে মহিলা ফুটবলেও তারা বিনিয়োগ করল।

চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর

সিএবির প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হল ভবানীপুর। ইডেনে গোলাপি বলের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে ৪৭৯ রান করে ভবানীপুর। জবাবে ২০৯ রানে শেষ হয় মহমেডান ইনিংস। যদিও এই ম্যাচের প্রায় বেশির ভাগ সময় বৃষ্টিতে পন্ড হয়। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭৩ রান ৫ উইকেট হারিয়ে তোলে। তবে শেষদিনে বিশাল রান লিড নেয় ভবানীপুর। এরপর ম্যাচ ড্র ঘোষণা করা হয় দুই দলের অনুমতি নিয়েই। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর। ম্যাচের সেরা শতরান করা অরিন্দম ঘোষ।

জয়ী ম্যান ইউ

খাতায়-কলমে হিসেব একরকম, আর মাঠের লড়াই অন্যরকম। বুঝল ম্যান সিটি। এফএ কাপ ঘরে তুলল ম্যান ইউ। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ৮ বছর পর এফএ কাপ জিতল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এনিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩ বার ট্রফি জিতল ইউনাইটেড।

শীর্ষে ষোড়শী

শীর্ষে ওঠার কি কোনও বয়স থাকে? তা যে থাকে না, প্রমাণ করে দিলেন ১৬ বছরের মুম্বইয়ের কিশোরী। এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করলেন ভারতের কামিয়া কার্তিকেয়ন। নেপালের দিক থেকে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে ও বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ হয়ে শৃঙ্গ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন কার্তিকেয়ন। বাবা নৌবাহিনীর আধিকারিক কমান্ডার এস কার্তিকেয়নের সঙ্গেই এভারেস্ট জয় করেন কামিয়া। কামিয়ার লক্ষ্য 'সেভেন সামিটস চ্যালেঞ্জ' পূরণ করা। এভারেস্টের আগে কামিয়া সফলভাবে ৬টি মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করলেন। এরপর ডিসেম্বরে অ্যান্টার্কটিকার মাউন্ট ভিনসন ম্যাসিফ জয়ের লক্ষ্য রয়েছে তাঁর। মুম্বইয়ের নেভি চিলড্রেন্স স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী কামিয়া।

অবসর নাভাসের

সামনে কোপা আমেরিকা। তার আগেই আচমকা অবসরের কথা জানিয়ে দিলেন কোস্টারিকার কিংবদন্তি গোলকিপার কেইলর নাভাস। দেশটার ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তিনি। ফলে তাঁর আচমকা অবসরে কোপার আগে চাপেই পড়ল কোস্টারিকা। ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়া নাভাস কোস্টারিকার হয়ে ১১৪টি ম্যাচ খেলেছেন।

পাকিস্তান দল

একে একে সব দেশই প্রায় টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে দিয়েছিল। বাকি ছিল পাকিস্তান। বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র ৯ দিন আগে চূড়ান্ত দল জানায় পিসিবি। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সিরিজের থেকেই ১৮ সদস্য থেকেই তাদের ১৫ জনকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন দলে তেমন চমক নেই। এমনকী কোনো রিজার্ভ ক্রিকেটারও রাখেনি পাকিস্তান। ২০২২ সালে টি২০ বিশ্বকাপ খেলা ৮ জন ক্রিকেটারই আছেন পাকিস্তান দলে। পাঁচজন এবার প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন।

১০ বছর পর আইপিএল এল কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার থিম সং– করব, লড়ব, জিতব রে....। কলকাতা করে দেখাল, আইপিএলের ট্রফিও জিতে নিল। তবে ফাইনালে সেভাবে লড়াই করতে হলো না তাদের। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ যে ফাইনাল জমাতেই পারল না! ২০২৪ আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ অনেক রেকর্ড ভেঙেচুড়ে নতুন করে গড়েছে। রানবন্যার টুর্নামেন্টে যেভাবে দলটা রানের ফোয়ারা ছোটাচ্ছিল, তাতে সোশাল মিডিয়ায় দলটার পাশে 'রানরাইজার্স হায়দরাবাদ' তকমাও জুটে যায়। তবে চেন্নাইয়ের চিদম্বরম স্টেডিয়ামে চুপসে গেছে হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদকে ৮ উইকেটে হারিয়ে তৃতীয় আইপিএল ট্রফি জেতে কলকাতা।

২০১২ ও ২০১৪ সালে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম দুই আইপিএল জিতেছিল কলকাতা। সেই দুই শিরোপা জিততে কলকাতার রীতিমতো ঘাম ছুটে গিয়েছিল। ১০ বছর পর এবার কলকাতা আইপিএল জিতল হেসেখেলেই। চিদম্বরমে হায়দরাবাদের দেওয়া ১১৪ রানের লক্ষ্য কলকাতা টপকে গেছে ১০.৩ ওভারে। একপেশে ফাইনালে হায়দরাবাদের বিপক্ষে কলকাতার জয় ৮ উইকেটে। টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ বল বাকি থাকতে স্রেফ ১১৩ রানে গুটিয়ে যায় হায়দরাবাদ। আইপিএল ফাইনালে সর্বনিম্ন স্কোর এটাই। ২০১৩ আসরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে রান তাড়ায় চেন্নাই সুপার কিংসের ৯ উইকেটে ১২৫ ছিল আগের সর্বনিম্ন। ফাইনালে তো হায়দরাবাদের ইনিংসে ত্রিশও ছুঁতে পারেননি কেউ। সব আসর মিলিয়ে ফাইনালে কোনো দলের এমন ঘটনা এটিই প্রথম। আইপিএল ইতিহাসে নিলামে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার স্টার্ক ৩ ওভারে স্রেফ ১৪ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। গত ডিসেম্বরের নিলামে রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকায় অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারকে দলে নেয় কলকাতা। আট বছর পর আইপিএলে খেলতে এসে প্রাথমিক পর্বে খরুচে বোলিংয়ে ১২ ম্যাচে তিনি উইকেট নেন ১২টি। সেখানে প্লে অফে দুই ম্যাচে দারুণ বোলিংয়ে তার শিকার ৫ উইকেট। প্রথম কোয়ালিফায়ারের পর ফাইনাল, হায়দরাবাদের বিপক্ষে দুবারই ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন তিনি।ফাইনালে কলকাতার সফলতম বোলার অবশ্য আন্দ্রে রাসেল। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার ১৯ রানে নেন ৩ উইকেট। সহজ লক্ষ্য কলকাতা ছুঁয়ে ফেলে ৫৭ বল হাতে রেখেই। ৩টি ছক্কা ও ৪টি চারে ২৬ বলে ৫২ রানের ইনিংসে দলকে জিতিয়ে ফেরেন ভেঙ্কাটেশ। প্রথম কোয়ালিফায়ারের মতো ফাইনালেও ম্যাচের প্রথম ওভারে কলকাতাকে সাফল্য এনে দেন স্টার্ক। স্বপ্নের মতো এক ডেলিভারিতে বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান অভিষেক শর্মাকে ফিরিয়ে দেন তিনি। বল মিডল স্টাম্পে পড়ে সুইং করে ছোবল দেয় অফ স্টাম্পের মাথায়। পরের ওভারে আরেক বিধ্বংসী ওপেনার ট্রাভিস হেডকে 'গোল্ডেন ডাক' এর তেতো স্বাদ দেন বৈভব আরোরা। কলকাতার বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় ও সবশেষ চার ম্যাচের মধ্যে তিনবার শূন্য রানে ফিরলেন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান। আসরজুড়ে যে দুজন বিস্ফোরক সব ইনিংস উপহার দিয়েছেন হায়দরাবাদকে, ফাইনালে তারা সম্মিলিতভাবে করতে পারলেন ৬ বলে ২ রান! পাওয়ার প্লেতে নিজের তৃতীয় ওভারে রাহুল ত্রিপাঠিকেও বিদায় করেন স্টার্ক। কলকাতার হয়ে ছয় জন বোলিং করে প্রত্যেকেই পান উইকেটের স্বাদ। ৯০ রানেই ৮ উইকেট হারানো হায়দরাবাদ অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের সর্বোচ্চ ২৪ রানের সুবাদে কোনোমতে ছাড়াতে পারে একশ। জবাবে সুনীল নারিন রান তাড়ায় মুখোমুখি প্রথম বলে বিশাল ছক্কা মারেন কামিন্সকে। পরের বলেই অবশ্য ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। তিনে নেমে ভেঙ্কটেশ মুখোমুখি প্রথম তিন বলে দুটি ছক্কা ও একটি চার মারেন ভুবনেশ্বর কুমারকে। দ্বিতীয় উইকেটে রহমানউল্লাহ গুরবাজের সঙ্গে ৪৫ বলে ৯১ রানের বিস্ফোরক জুটিতে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন তিনি। জয় থেকে ১২ রান দূরে থাকতে বিদায় নেন আফগান ব্যাটসম্যান গুরবাজ (৩২ বলে ৩৯)। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে বাকিটা সারেন ভেঙ্কটেশ, ঠিক প্রথম কোয়ালিফায়ারের মতো। ভেঙ্কটেশ জয়সূচক রান নেওয়ার পরই ডাগআউট থেকে মাঠে ছুটে যান কলকাতার ক্রিকেটাররা। মেতে ওঠেন তারা আনন্দ-উল্লাসে। স্ট্যান্ডে উচ্ছ্বসিত দেখা যায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকদের একজন, বলিউড তারকা শাহরুখ খানকে। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে প্রাথমিক পর্ব শেষ করেছিল কলকাতা। মুকুট জিতেই তারা শেষ করল অভিযান।

জিমন্যাস্টিকে ইতিহাস দীপার

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণ যে করতে পারবেন না তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। তারপরও বছর তিরিশের দীপা কর্মকার দমে না গিয়ে প্রথম ভারতীয় ইতিহাস গড়লেন। দীপার আগে আর কেউ এশিয়ান সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিততে পারেননি। ২০১৫ সালে দীপা ফিরেছিলেন ব্রোঞ্জ জিতে, এবার এলো সোনা। ১৩.৫৬৬ গড় পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থানে শেষ করেন ভারতীয় জিমন্যাস্ট। রুপো এবং ব্রোঞ্জ উভয় পদকই এসেছে উত্তর কোরিয়ার দখলে। কিম সন হ্যাং ১৩.৪৬৬ গড় পয়েন্ট অর্জন করে রুপো ও জো কং ব্যল ১২.৯৬৬ গড় পয়েন্ট অর্জন করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

দুই ফুটবলারকে ছেড়ে দিয়ে ১ ফুটবলারকে রাখল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবনের প্রথম ডার্বি খেলতে নেমে হ্যাটট্রিক পাওয়া কিয়ান নাসিরিকে বিদায় জানাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সঙ্গে বিদায় জানানো হল তরুণ মিডফিল্ডার লালরিনলিয়ানা হ্মামতেকেও। এই দুই তরুণ ফুটবলারকে তারা ছেড়ে দিলেও বাংলার ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাসকে দলে রেখে দিচ্ছে। অতীতের বিখ্যাত ফুটবলার জামশেদ নাসিরির পুত্র কিয়ান নাসিরি ২০২১-২২ মরশুম থেকে মোহনবাগানের জার্সি গায়ে আইএসএলে খেলেছেন। সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে ৪৫টি ম্যাচে মাঠে নামেন ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ ফরোয়ার্ড। তবে বেশিরভাগ ম্যাচেই দলের কোচেরা তাঁকে পরিবর্ত হিসেবে নামান। ফলে প্রতি ম্যাচে গড়ে প্রায় ২৫ মিনিটের বেশি মাঠে থাকতে পারেননি তিনি। ২০২২-এর জানুয়ারি মাসে জীবনের প্রথম ডার্বি খেলতে নেমেছিলেন কিয়ান। দীপকটাঙরির জায়গায় পরিবর্ত হিসেবে নেমে ম্যাচের শেষ ৩০ মিনিটে যে তিনটি গোল করেছিলেন কিয়ান, তা তাঁর ফুটবল কেরিয়ারের সেরা ঘটনা। যতদিন ফুটবল পায়ে মাঠে নামবেন, ততদিন তাঁর নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই কীর্তিকেও মনে রাখবে সবাই।একই সঙ্গে লালরিনলিয়ানা হ্মামতেকেও বিদায় জানানো হয়েছে, যিনি সদ্যসমাপ্ত আইএসএল মরশুমে ১৩টি ম্যাচে দেখা গিয়েছে। মূলত মাঝমাঠ সামলানোর দায়িত্বই বরাবর দেওয়া হয়েছে তাঁকে এবং বেশিরভাগ ম্যাচেই রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে নামেন তিনি। এ মরশুমে তাঁর পাসিং অ্যাকিউরেসি ছিল ৮৩%। যা ভারতীয় ফুটবলারদের মান অনুপাতে যথেষ্ট ভাল বলেই মনে করা হয়। গত মরশুমেও ১৩টি ম্যাচ খেলেন তিনি এবং ৭৭ শতাংশ নিখুঁত পাস করেন তিনি।এই দুই তরুণ ফুটবলারকে বিদায় জানানোর পাশপাশি মোহনবাগান এ দিন তরুণ ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাসকে ২০২৭ পর্যন্ত জন্য দলে রেখে দেওয়া হল। ২১ বছর বয়সী দীপ্লেন্দু এবারই প্রথম আইএসএলে সবুজ-মেরুন জার্সি পরে আইএসএলের আসরে নামেন। পাঁচটি ম্যাচে ২২৩ মিনিট খেলেন তিনি।

নেপালি পর্বতারোহী ফুঞ্জো লামা সাড়ে ১৪ ঘণ্টায় এভারেস্ট চড়ার দ্রুততম মহিলা হওয়ার রেকর্ড করেছেন। গোর্খা থেকে ফুঞ্জো ঝাংমু লামা ২৪ মে, ২০২৪ সকাল ৬টা ২৩ মিনিটে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় দাঁড়িয়ে এভারেস্টের দ্রুততম মহিলা পর্বতারোহীর রেকর্ডের আধিকারি। তথ্য : জয়ন্ত চক্রবর্তী

হারলেও সেরার খেতাব পেলেন বিরাট-হর্ষলরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ হল দুই মাসের আইপিএল-লড়াই। কেকেআর জিতল তৃতীয় ট্রফি। ট্রফি সংখ্যায় চেন্নাই ও মুম্বইয়ের পর আইপিএলের সফল দল এখন কলকাতাই। চেন্নাইয়ের এম চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে কলকাতা-হায়দরাবাদ লড়াই শুধু একটা ট্রফিরই ছিল না, ছিল বেশ ভালো পরিমাণের একটি প্রাইজমানি হাতে তোলার লড়াইও। চ্যাম্পিয়ন কলকাতা, রানার্সআপ হায়দরাবাদের পাশাপাশি প্লে-অফে খেলা রাজস্থান রয়্যালস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুও ভালো পরিমাণের টাকাই পেয়েছে। এ বছর আইপিএলে অংশ নেওয়া ১০ দলের জন্য মোট অংশগ্রহণ ফি বরাদ্দ ছিল সাড়ে ৪৬ কোটি টাকা। এই টাকা দলগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তাদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। ফাইনালে হায়দরাবাদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কলকাতা নাইট রাইডার্স পেয়েছে ২০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের পর আরেকটি ট্রফির অপেক্ষায় থাকা হায়দরাবাদ এবার রানার্সআপ হিসেবে পেয়েছে সাড়ে ১২ কোটি টাকা। এ ছাড়া প্লে-অফে খেলা রাজস্থান রয়্যালস ৭ কোটি (তৃতীয় হওয়ায়) এবং বেঙ্গালুরু সাড়ে ছয় কোটি টাকা পেয়েছে।

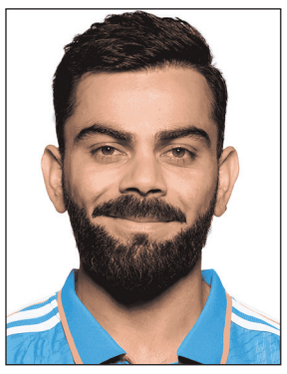

এবারের আসরে সর্বোচ্চ ৭৪১ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপ জিতেছেন বিরাট কোহলি। আর সর্বোচ্চ ২৪ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপ জিতেছেন পঞ্জাবের হর্ষল প্যাটেল। আগামী মরসুম পর্যন্ত ক্যাপ দুটির মালিক তাঁরা। অরেঞ্জ ও পার্পল ক্যাপ অর্জনের সুবাদে ১০ লাখ টাকা করে পেয়েছেন কোহলি-হর্ষল। ব্যাটে-বলে দুই বিভাগেই দারুণ খেলে মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ারের (প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট) পুরস্কার জিতেছেন সুনীল নারিন। কলকাতার এই বোলিং অলরাউন্ডার ব্যাট হাতে ৪৮৮ আর বল হাতে ১৭ উইকেট নিয়ে তৃতীয়বারের মতো আইপিএলের মরসুমসেরা হয়েছেন। নারাইন অর্থ পুরস্কার পেয়েছেন ২০ লাখ রুপি। আর হায়দরাবাদের নিতীশ কুমার রেড্ডি টুর্নামেন্টের উদীয়মান খেলোয়াড় হিসেবে পেয়েছেন ১২ লাখ টাকা পুরস্কার।

হার্দিক চাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশ বা দলের হয়ে খেলায় মন দেবেন কি, হার্দিক পান্ডিয়ার সংসার জীবন নিয়েই তোলপাড়! ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া এবং সার্বিয়ান মডেল নাতাশা স্ট্যানকোভিচ কি ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন? এই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। শুধু কী তাই! গুঞ্জন ছড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারের সম্পত্তির নাকি ৭০ শতাংশই তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হবে। আইপিএলের আসরে নাতাশাকে দেখা যায়নি। হার্দিকও খারাপ ফর্মের মধ্যে দিয়ে গেছেন আইপিএলে। তারপর থেকেই সন্দেহ দানা বাঁধছিল। এরপরই সমাজ মাধ্যমে পান্ডিয়া পদবী মুছে দেন মডেল-অভিনেত্রী নাতাশা। যদিও ছেলে অগস্ত্যকে নিয়ে থাকা বেশ কিছু ছবি রয়েছে হার্দিকের সঙ্গে। এবার স্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছাও জানাননি হার্দিক। তাতেই বিচ্ছেদের খবর জোরালো হয়। তবে এই বিষয়ে হার্দিক বা নাতাশার কেউই কোনো মন্তব্য করেননি।

বরখাস্ত জাভি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু খারাপ পারফরম্যান্সই নয়, ক্লাবের সমালোচনা করলেও চাকরি যেতে পারে কোচের। জ্বলন্ত উদাহরণ জাভি হার্নান্ডেজ। চাপানউতোরের মাঝেই বার্সেলোনায় শেষ হল জাভির অধ্যায়। তাঁকে বরখাস্তই করল ক্লাব। ফলে বার্সার দায়িত্বে নতুন করে প্রাক্তন জার্মান ও বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের নাম ঘোষণা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার! জাভির অপরাধ, তিনি বার্সার সাম্প্রতিক সময়ে ধুঁকতে থাকা অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে সমালোচনা করেছেন। জাভি বলেছিলেন, 'আমরা রিয়ালের সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করব। ভক্তদের বুঝতে হবে যে, পরিস্থিতি খুবই কঠিন। আমাদের আর্থিক অবস্থা ২৫ বছর আগের মতো নেই। আমরা চাইলেই একে-ওকে কিনে ফেলতে পারি না।' তাতেই জাভির প্রতি মোহভঙ্গ হয় লাপোর্তার।

আশঙ্কায় নীরজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জুলাইয়ের শেষেই শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক। আর খুব বেশি সময় বাকি নেই। তার আগে বড় ধাক্কা খেল ভারত। ভারতের সেরা জ্যাভলিন থ্রোয়ার এবং অলিম্পিক্সে পদকের দাবিদার নীরজের চোট চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সকলকে। প্যারিস অলিম্পিকের ঠিক আগে নীরজের এই চোট মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। চোটের কারণে ওস্ট্রাভা গোল্ডেন স্পাইক ২০২৪ অ্যাথলেটিক মিট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন নীরজ।

আগামী মরসুমে বাংলায় ফিরছেন ঋদ্ধিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বরফ গলল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আর ঋদ্ধিমান সাহার সম্পর্কে। ঋদ্ধি তার স্ত্রী রোমি সাহাকে নিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অফিসে যান ছিলেন সৌরভের বন্ধু সঞ্জয় দাসও। দীর্ঘক্ষণ কথা হয় বাংলা ক্রিকেটের সর্বকালের দুই সেরা ক্রিকেটারের মধ্যে। শোনা যাচ্ছে পরের মরসুমে ত্রিপুরা ছেড়ে বাংলার আসবেন ঋদ্ধি। দুজনের মধ্যে আলোচনাও হয় সেই বিষয়। বাংলা ছেড়ে ঋদ্ধিমান ত্রিপুরাতে গিয়ে ভালো খেললেও দলের পারফরমেন্স খুব একটা আহামরি ছিল না। তবুও ক্যাপ্টেন ঋদ্ধিমানের নেতৃত্বে ত্রিপুরার পারফরমেন্স কিন্তু আগের থেকে উন্নতি করে। তবে এবার ঋদ্ধি তার বাংলায় ফিরতে চাইছেন। ঋদ্ধির সঙ্গে বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরাতে যাওয়া সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বাংলায় ফিরেছেন। এবার ঋদ্ধির পালা। আর কে না জানে কোনো পদে না থাকলেও বাংলা ক্রিকেট চালান সৌরভই। প্রসঙ্গত ২০২২ সালে ঋদ্ধিমান ভারতীয় দল থেকে বাদ যান তখন বোর্ড সভাপতি ছিলেন সৌরভ। আর বাদ পড়ার পরেই সৌরভের দিকে আঙ্গুল তুলে ঋদ্ধি বলেন, কাঁধে অস্ত্রোপচারের পর আমি টিমে নিয়মিত ছিলাম না। পন্থকে যখন নিউজিল্যান্ড সিরিজে ছুটি দেওয়া হয়েছিল, আমি খেলেছিলাম। ঘাড়ের ব্যথা নিয়েও ৬১ করেছিলাম। দাদি বলেছিল, যতদিন আমি আছি, তোকে কিছু ভাবতে হবে না। দাদির কথা শুনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনোবল বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাউথ আফ্রিকা সিরিজের পর যখন উল্টো হল, তখন সত্যিই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। দাদি কথা রাখেননি।একটা সিরিজে কী এমন হল? আমার বয়স কি হঠাৎই বেড়ে গেল নাকি? এরপরেই সিএবির যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস ঋদ্ধির বাংলার প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অপমানে বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পাপালি। সেই সময়ের সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া ঋদ্ধিকে বাংলায় থেকে যাওয়ার অনুরোধ করলেও তিনি শোনেনি। তবে এবার তিনি বাংলায় ফিরতে চান। ভারতীয় দলে আর সুযোগ পান না ঋদ্ধি ২০২২ সালে ঋদ্ধির হাত ধরে গুজরাট টাইটন্স আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয় আর গতবার রানার্স হয়। যদিও এবারে ভালো পারফরমেন্স করতে পারেননি ভারতের এক নম্বর উইকেটকিপার গুজরাটও মুখ থুবড়ে পরে। আর বেশিদিন হয়ত ক্রিকেট খেলবেন না ঋদ্ধি। সেই কারণে নিজের বাংলা থেকেই অবসর নিতে চান। সেই কারণেই এমন সিদ্ধান্ত মনে করছে ক্রিকেটমহল।

ড্রামে বরফের চাঁই, তাতেই ডুব দিয়ে প্রস্তুতি সায়নীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সপ্তসিন্ধুর পঞ্চম সিন্ধুকে জয় করার লক্ষ্য নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করে দিলেন কালনার জলকন্যা সায়নী দাস। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের প্র্যাকটিসে তার অন্যমাত্রা যোগ হয়েছে। তীব্র দাবদাহের মধ্যে প্র্যাকটিস শুরু করলেও শরীরকে ডুবিয়ে রাখতে প্রয়োজন হচ্ছে বরফের মতন ঠান্ডা জলের। ঠান্ডা জলের অভাব মেটাতে অর্ডার দিয়ে বড়সড় মাপের বরফের চাঁই আনা হচ্ছে আইসক্রিম কারখানা থেকে। নর্থ চ্যানেলে নামার আগে আয়ারল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে নিজের বাড়িতেই বরফ গলা জলে আইস বাথ শুরু করেছেন কালনার সাঁতারু সায়নী দাস।

সম্প্রতি এমনই এক ছবি সোশাল মিডিয়া পোস্ট করেছেন সায়নী। উল্লেখ্য, চলতি বছরের এপ্রিলের শুরুতেই নিউজিল্যান্ডের কুক প্রণালী জয় করে দ্বিতীয় বাঙালি মহিলা হিসাবে কালনার সায়নী দাস ইতিহাসের পাতায় নাম তুলেছেন। এর আগে সপ্তসিন্ধুর চার সিন্ধু (ইংলিশ চ্যানেল, ক্যাটলিনা, মলোকাই, কুক প্রণালী) জয় করে ফেলেছেন তিনি। কুক প্রণালীর রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই শরীরের একাধিক জায়গায় চোট থাকা সত্ত্বেও আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেলে নামার জন্য কালনার গঙ্গায় অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছেন তিনি। কারণ আগামী ২৫-৩০ আগস্টের মধ্যে পঞ্চম সিন্ধু অভিযানে নামবেন তিনি। সপ্তম সিন্ধুর মধ্যে চারটি সিন্ধু অতিক্রম করতে গিয়ে অতিরিক্ত ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাঁকে। শোনা যায় সপ্তসিন্ধুর মধ্যে সবথেকে বেশি ঠান্ডা এই নর্থ চ্যানেল। সেখানকার কনকনে ঠান্ডা জলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাই এবার নতুন পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন তিনি। কালনা শহরের বারুইপাড়ার বাড়িতে বড়সড় মাপের একটি ড্রামে আইসক্রিম কারখানা থেকে কয়েকটি বরফের চাঁই এনে সেই জলে গলা পর্যন্ত ডুব দিয়ে ১৫ মিনিট ধরে আইস বাথ করেন তিনি। সায়নী বলেন, ভবিষ্যতে এই বরফের পরিমাণ ও সময় দুটোই বাড়বে। ভারতের যা তাপমাত্রা তাতে করে উত্তর আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের কম তাপমাত্রার সঙ্গে শরীর ও মস্তিষ্ককে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এই আইস বাথ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com